আগমনকালের ১ম রবিবার

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৩ ❖ ২৮ নভেম্বর - ৪ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

হবে প্রভুর আগমন হবে তাঁর আগমন এসো মোদের মাঝে

সীনোডাল চার্চ: প্রয়োজন মনোভাব

নভেনা: অনুগ্রহের প্যাকেজ

ঐশধামে যাত্রার পঞ্চম বার্ষিকী

"সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন।"

প্রিয় মা,

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর কেটে গেল। ২৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেল না ফেরার দেশে। তোমার কথা মনে পড়লে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এটাই যে বাস্তব, এটাই যে সত্য। "যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।" তোমার অনুপস্থিতি প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তোমার ছয় সন্তানকে ভালবাসা ও পরম স্নেহ, আদর যত্ন দিয়ে মানুষ করেছ। আমাদের ছেড়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। বিশ্বাস করি প্রেমময় পিতা তোমাকে তাঁর কাছে স্থান দিয়েছেন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সর্বদা তোমার আদর্শে সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পারি।

আমাদের নিত্যদিনের প্রার্থনায় তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে। তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়।

পরিবারের পক্ষ থেকে,

মেয়ে ও জামাই : হিল্ডা-বিমল, রেজিনা-স্বপন,
আগাথা ও সিষ্টার মেরীয়ানা আরএনডিএম,
ছেলে ও ছেলের বউ : ফাদার আলবিন, লিটন ও ইভা গমেজ।
নাতি : ডিক ও ডেরিক।

প্রয়াত সিসিলিয়া গমেজ
জন্ম: ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
মাদ্বরবাড়ি, নতুন তুইতাল

বিজ্ঞ/৩৩৩/২০২১

আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। (মার্ক - ১৬: ১৫)

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালোবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস্ (আরএনডিএম) সিস্টারগণ আগামী ২৯ নভেম্বর হতে ৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরএনডিএম ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ মোহাম্মদপুরে **"এসো দেখে যাও"** কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ্ব আহ্বান আরো স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী বোনেরা বিশেষ করে যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ বা তদুর্ধ্বে পড়াশুনা করছ সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ২৯ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
(ঢাকা, মোহাম্মদপুর, সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত)
প্রস্থান : ৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রেজিষ্ট্রেশন ফি : আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহনযোগ্য ।

: যোগাযোগের ঠিকানা :

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা, আরএনডিএম (০১৭২২৭৫১২৬৫)
প্রযত্নে: ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ
গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

সিস্টার সুর্বনা লুসিয়া ক্রুশ আরএনডিএম (০১৬২০৫১৪৮৮৪)
সেন্ট স্কলাসটিকাস্ কনভেন্ট
৪১ ব্যান্ডেল রোড-৪০০০, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

বিজ্ঞ/৩৩৪/২০২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৪৩
২৮ নভেম্বর - ৪ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৪ - ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নিরাময় ও নতুন জীবনের প্রত্যাশায় শুরু হলো আগমনকাল

খ্রিস্টমণ্ডলীর নতুন উপাসনাবর্ষের শুরু হয়ে থাকে আগমনকালের মধ্যদিয়ে। আমরা 'খ' উপাসনাবর্ষ শেষ করেছি আর শুরু করেছি 'গ' উপাসনাবর্ষ। এই বছর নতুন পূজনবর্ষ শুরু হয়েছে ২৮ নভেম্বর থেকে। বিগত বছরে করোনা মহামারিতে মৃত্যু, অসুস্থতা, অর্থনৈতিক দুর্দশা, বন্দিদশা, হতাশা-নিরাশা আমাদের জীবনকে করেছে তমসাচ্ছন্ন। তবে ঈশ্বরের মহান ভালোবাসায় তিনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর তাঁর পুত্র যিশুকে এই জগতে প্রেরণ করেছেন আমাদের জীবনের সমস্ত হতাশা-নিরাশা, অসুস্থতা ও পাপময়তা থেকে মুক্তি দিতে। আমাদের সবাইকে আলোকিত করতে। "যখন সময়ের পূর্ণতা এলো, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী গর্ভে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তক পুত্রত্ব লাভ করতে পারি *(গালাতীয় ৪:৪-৫)*। এই হলো ঈশ্বর পুত্র যিশুখ্রিস্টের সুসমাচার (১:১) ঈশ্বর মানুষের কাছে এসেছেন।

৪ সপ্তাহের এই আগমনকালে খ্রিস্টভক্তগণ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে যেন শিশু যিশুকে তাদের হৃদয় গোশালায় গ্রহণ ও বরণ করে নিতে পারে। জীবনের ভুল-ভ্রান্তি, মন্দতা ও পাপময়তা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করে পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে পবিত্র অন্তকরণে প্রভু যিশুকে হৃদয়-মনে স্বাগত জানায়। "পাপ যেহেতু সর্বদা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে তবুও পাপের উপর বিজয় একমাত্র ঈশ্বরের হাতে, একমাত্র তিনিই পারেন পাপ ক্ষমা করতে *(সামসঙ্গীত ৫১:৪,১২)*। আগমনকালে বাড়ী-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি পরস্পরের সাথে মিলন ও ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়। হিংসা, দলাদলি, দূর করে ক্ষমা দানের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসি যেন যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথিতে সবাই একসাথে আনন্দ, শান্তি ও মিলনে আবদ্ধ হতে পারি। যিশুর আগমনের মধ্যদিয়ে ঐশসত্তার সাথে মানব সত্তার মিলন হয়। সাধু আথানাসিউস বলেন, "ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন যেন মানুষ ঈশ্বর হতে পারে।" পোপ ফ্রান্সিস সিনডাল মণ্ডলী গড়ার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। সুতরাং আমরা যে অবস্থানেই থাকিনা কেন আমরা যেন যিশুর পথে একসাথে সহভাগিতা, একতা এবং মিলনের মণ্ডলী গড়ে তুলতে পারি। যে মিলন, একতা ও ভালোবাসায় আগমনকালে আমরা প্রত্যেকেই উদ্দীপিত হই। আমরা ভুলে যাই স্বার্থপরতা, দূর করি আমাদের জীবনের বদ অভ্যাস, মন্দ স্বভাবগুলো। বর্তমান এই ব্যস্ততম সময়ে আমরা আগমনকালের প্রতিটি দিন কিছু কিছু ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে টাকা সঞ্চয় করি যেন বড়দিনের আগে কিছু অর্থ বা নতুন পোশাক গরীবদের দান করতে পারি। কারণ প্রভু যিশুতো গরীব ধনী সবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন।

আগমনকালের প্রতিদিনকার বাইবেল পাঠগুলো আমাদেরকে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে থাকে। আগমনকালের ৪টি সপ্তাহে বিশেষ চারটি বিষয়ের উপর ধ্যান করেও অধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হতে পারি। প্রথমত, যিশুখিস্টেরর প্রতি নিজের বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী করে জীবন পরিবর্তন করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমাদের জীবনের সমস্ত অসুস্থতা এবং হতাশা-নিরাশা দূর করে যিশুখ্রিস্টেতে নতুন আশা বা প্রত্যাশায় বুক বাঁধতে পারি। তৃতীয়ত, পারস্পরিক ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে মিলনের আনন্দ অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি। চতুর্থত, আমাদের অশান্ত মন ও অন্তরকে খ্রিস্টের শান্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারি।

আগমনকালের এই সময়টুকুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগস্বীকার, দয়ার কাজ এবং নিয়মিতভাবে প্রার্থনা, উপাসনা এবং পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করি যেন শুভ্র অন্তকরণে যিশুকে আমাদের জীবনে বরণ করে নিতে পারি। আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যথা-বেদনা এবং অন্ধকার জীবনে যিশুর আগমন ঘটুক নিরাময়কারী শক্তি এবং নতুন জীবনের হাতছানি নিয়ে। †

কিন্তু এই সকল ঘটনা শুরু হলে তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর, কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে। - (লুক ২১:২৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

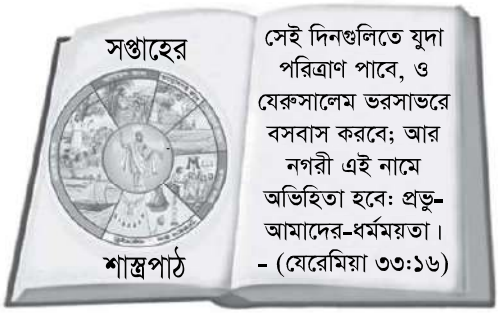

সেই দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে, ও যেরুসালেম ভরসাভরে বসবাস করবে; আর নগরী এই নামে অভিহিতা হবে: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা। - (যেরেমিয়া ৩৩:১৬)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৮ নভেম্বর - ৪ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৮ নভেম্বর, রবিবার

জেরে ৩৩: ১৪-১৬, সাম ২৫: ৪-৫, ৮-১০, ১৪,
১ থেসা ৩: ১২--৪: ২, লুক ২১: ২৫-২৮, ৩৪-৩৬.

২৯ নভেম্বর, সোমবার

ইসা ২: ১-৫, সাম ১২২: ১-২, ৩-৪ক, (৪খ-৫, ৬-৭)
৮-৯, মথি ৮: ৫-১১.

৩০ নভেম্বর, মঙ্গলবার

প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয়ের পর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
রোমীয় ১০: ৯-১৮, সাম ১৯: ১-৪খ, মথি ৪: ১৮-২২

১ ডিসেম্বর, বুধবার

ইসা ২৫: ৬-১০ক, সাম ২৩: ১-৬, মথি ১৫: ২৯-৩৭

২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার

ইসা ২৬: ১-৬, সাম ১১৮: ১, ৮-৯, ১৯-২১, ২৫ ২৭ক,
মথি ৭: ২১, ২৪-২৭.

৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্বদিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৩, সাম ১১৭: ১, ২, মার্ক ১৬: ১৫-২০

৪ ডিসেম্বর, শনিবার

ইসা ৩০: ১৯-২১, ২৩-২৬, সাম ১৪৭: ১-২, ৩-৪, ৫-৬,
মথি ৯: ৩৫—১০: ১, ৫ক, ৬-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ নভেম্বর, রবিবার

+ ১৯৯৭ সিস্টার আলমা, এসএমআরএ (ঢাকা)

৩০ নভেম্বর, মঙ্গলবার

+ ১৮৬৪ ফাদার আলবিনো পারেয়েত্তি, পিমে

১ ডিসেম্বর, বুধবার

+ ২০০৮ সিস্টার জসিন্তা দেশাই, সিআইসি (দিনাজপুর)

২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার

+ ২০১৩ সিস্টার মেরী সিসিলিয়া, পিসিপিএ

৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার

+ ১৯৮৮ সিস্টার জেনেভি, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী আলো, এসএমআরএ (ঢাকা)

দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের অনুষ্ঠাতা

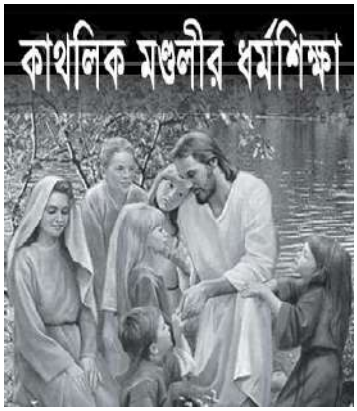

১৩২১: দৃঢ়ীকরণ যখন দীক্ষাস্নান থেকে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তখন দীক্ষাস্নানের সঙ্গে তার সম্পর্ক, অন্যান্য উপায়গুলোর মধ্যে, দীক্ষাস্নানের প্রতিজ্ঞা পুনর্গ্রহণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। খ্রীষ্টযাগ সহকারে দৃঢ়ীকরণ অনুষ্ঠান খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশ-সংস্কারসমূহের ঐক্য স্পষ্ট করে তোলে।

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

১৩২২: পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার খ্রীষ্টীয় জীবনে দীক্ষালাভের পূর্ণতা দান করে। যারা দীক্ষাস্নান সংস্কারের দ্বারা রাজকীয় যাকত্বের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে এবং দৃঢ়ীকরণ সংস্কারের দ্বারা আরো গভীরভাবে খ্রীষ্টের সদৃশ হয়ে উঠেছে, তারা খ্রীষ্টপ্রসাদের মাধ্যমে সমগ্র জনমণ্ডলীর সঙ্গে প্রভুর আপন যজ্ঞবলিদানে অংশগ্রহণ করে।

১৩২৩: "যে রাত্রিতে তিনি শত্রু হস্তে সমর্পিত হলেন, সেই রাত্রে অন্তিম ভোজে বসে, আমাদের ত্রানকর্তা তাঁর দেহ ও রক্তের খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞবলি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এরূপ করেছেন যাতে তাঁর ক্রুশের বলিদান, যুগে যুগে, তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত, অব্যাহত থাকে, এবং এভাবে তাঁর প্রিয় বধূ, খ্রীষ্টমণ্ডলীর হাতে যেন ন্যস্ত করা হয় তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মৃতি, অর্থাৎ: প্রেমের সংস্কার, ঐক্যের চিহ্ন, ভালবাসার বন্ধন, নিস্তার মহাভোজ, 'যেখানে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা হয়, হৃদয়মন প্রসাদে পূর্ণ হয়, এবং ভাবী গৌরবের অঙ্গীকার আমাদের দেয়া হয়'।"

॥ক॥ খ্রীষ্টপ্রসাদ: মাণ্ডলিক জীবনের উৎস ও শীর্ষ

১৩২৪: খ্রীষ্টযাগ হল "খ্রীষ্টীয় জীবনের উৎস শীর্ষ"। "অন্যান্য সংস্কারসমূহ, এবং প্রকৃতপক্ষে সকল মাণ্ডলিক সেবাকর্ম ও প্রৈরিতিক কার্যসমূহ, খ্রীষ্টপ্রসাদের সঙ্গে আবদ্ধ এবং খ্রীষ্টপ্রসাদের দিকেই পরিচালিত। কারণ পুণ্যতম খ্রীষ্টপসাদেই নিহিত রয়েছে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সমস্ত আধ্যাতিক মঙ্গল, অর্থাৎ স্বয়ং খ্রীষ্ট, আমাদের নিস্তারভোজ।

১৩২৫: "খ্রীষ্টপ্রসাদ হল ঐশ জীবনের সঙ্গে সেই সংযোগ এবং ঐশজনগণের মধ্যকার সেই একাত্মতার ফলপ্রসূ চিহ্ন ও সর্বোত্তম কারণ, যার দ্বারা খ্রীষ্টমণ্ডলী অস্তিত্বে বহাল রয়েছে। এ হল একদিকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে জগতকে পবিত্রীকরণের উদ্দেশে ঈশ্বরের কাজের, আবার অন্যদিকে মানুষের পূজোপসনা খ্রীষ্টের কাছে, এবং তাঁরই মাধমে, পবিত্র আত্মার সংযোগে, পিতার নিকট নিবেদনের শীর্ষ-প্রকাশ।"

এসো প্রভু মোদের মাঝে

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

[**প্রস্তাবনা-১:** আগমানকালে ও পুণ্যময় বড়দিনের নিশি খ্রিস্টযাগের পূর্বে এই প্রার্থনা-অনুষ্ঠানটি করা যেতে পারে। গির্জায়/চ্যাপেলে বা গ্রামে/পাড়ায়, অথবা কোন উপযুক্ত প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে এই প্রার্থনা-অনুষ্ঠানটি করা যায়।]

(প্রস্তুতি: সামনে একটি ছোট টেবিলের উপর পবিত্র বাইবেল, মোমবাতি ও আগমনকালীন প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকবে।)

[**প্রস্তাবনা-২:** অভিনয়সহ কোন ছোট/বড় মঞ্চে এই প্রার্থনা-অনুষ্ঠানটি করতে পারলে তা আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে। তাই একটু পূর্ব-প্রস্তুতি নিয়ে প্রার্থনা-অনুষ্ঠানটির বিভিন্ন ব্যক্তিগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারলে অনেক ভাল হবে।]

(প্রস্তুতি: অভিনয় করা হলে মঞ্চের এক কোণায় একটি ছোট টেবিলের উপর পবিত্র বাইবেল, মোমবাতি ও আগমনকালীন প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকবে।)

গান : আদিতে তুমি ঈশ্বর ছিলে--- অথবা, ভজন : জগত কারণম্ ----

পাঠক: আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ছিল। তাই ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি দিন ও রাত্রি, সূর্য-চন্দ্র, তারা-গ্রহ-নক্ষত্র, গাছপালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করলেন।

পাঠিকা: আর ঈশ্বর দেখলেন, তাঁর সৃষ্টি সবই খুব সুন্দর হয়েছে। আলোয় ঝলমলে আকাশ, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এই পৃথিবী রূপ-রস, বর্ণ-গন্ধে কত না মনোহর। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে যেন আনন্দে নেচে উঠছেন পরম স্রষ্টা। আহা, সে কি আনন্দ!

ভজন: তুমি সৃজনকার হে প্রভু----

পাঠক: কিন্তু কে করবে তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা? কে বলবে তাঁকে: তোমার সৃষ্টি হয়েছে খুবই সুন্দর। নিজেই কি নাচবেন তিনি তাঁর সৃষ্টির আনন্দে। না, তা হতে পারে না। এমন কাউকে চাই, যে বলবে তাঁকে "ঈশ্বর, সত্যিই তুমি কত মহান; তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর। আর তুমি নিজে কতই না সুন্দর। তুমি এক মহা শিল্পী।"

পাঠিকা: তাই ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে আদমকে সৃষ্টি করলেন। মনের মাধুরী দিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করলেন। তাকে দিলেন নিজের প্রাণ, নিজের আত্মা। তাকে রাখলেন পরম সুখের স্থানে, এদেন উদ্যানে ।

পাঠক: কিন্তু আদমের জন্য ঈশ্বরের মায়া হলো। আহা! বেচারা খুবই একা একা। তাই তিনি এবার সৃষ্টি করলেন হবাকে- তার মনের মত সঙ্গিনী করে।

পাঠিকা: মনের আনন্দে তারা বাগানে ঘুরে বেড়ায়; সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে; বাগানের ফল খায়; ঈশ্বরের গুণগান গায়। বাহ! কত সুন্দর এই পৃথিবী!

পাঠক: কে সৃষ্টি করলো এই সুন্দর পৃথিবী; নদী-বন-বৃক্ষরাজি; এই সুন্দর নীল আকাশ, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা?

পাঠিকা : নিশ্চয়ই এক মহান ঈশ্বর রয়েছেন- যিনি এসব কিছুই সৃষ্টি করেছেন; যিনি তোমাকে- আমাকেও গড়েছেন।

গান : ঘন কালো অন্ধকারের মাঝে---

পাঠক : কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় সৃষ্টি এই মানুষ আদম আর হবা-একদিন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করে বসলো। যে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেতে তিনি তাদের নিষেধ করেছিলেন, তারা তা-ই খেলো।

পাঠিকা : ফলে তারা আবিষ্কার করলো তারা এখন উলঙ্গ। তাই ঈশ্বরের সামনে থেকে লজ্জায় পালালো তারা, লুকিয়ে রইল ঝোপের ভিতরে।

পাঠক : ঈশ্বর তাদের খুঁজতে শুরু করলেন। বাগানের ভিতর তাদেরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেলেন না। তাই তিনি তাদের ডাকতে শুরু করলেন।

ঈশ্বর : আদম! আদম! তোমরা কোথায়?

পাঠিকা : ঝোপের আড়াল থেকে আদম ভয়ে উত্তর দিল:

আদম : এই যে প্রভু, আমি এখানে! তোমার সামনে যেতে আমার খুব লজ্জা করছে। কেননা আমরা উলঙ্গ।

ঈশ্বর: তুমি উলঙ্গ? কেন? যে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম, তোমরা কি তা খেয়েছো?

আদম: প্রভু, বিশ্বাস কর, আমি তা খেতে চাইনি। তুমি যে মেয়েটা আমাকে দিয়েছ, সে-ই আমাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে খাইয়েছে।

পাঠক: ঈশ্বর তাই হবাকে প্রশ্ন করলেন:

ঈশ্বর: এই কাজ তুমি কেন করলে?

পাঠিকা: হবা তার নিজের দোষ স্বীকার করলো না; বরং সে দোষ দিল সাপকে।

হবা: ঐ সাপটাই তো আমাকে সুন্দরসুন্দর কথা বলে ভুলিয়ে দিল। ওর কথায় ভুলেই তো আমি খেয়ে ফেললাম।

পাঠক: এভাবে আদম দোষ দিল হবাকে, হবা দোষ দিল সাপকে। কেউ তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করলো না। তাদের কৃতকর্মের জন্যে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিলেন। পরম সুখের স্থান- এদেন উদ্যান থেকে তাদের বের করে দিলেন।

গান: আদম-হবা পাপ করিলো, মানুষের পতন হইলো---

পাঠিকা: আদম-হবার দুঃখ-দুদর্শার কথা ভেবে করুণাময় ঈশ্বরের মায়া হলো। শত হলেও তারা তাঁর অতি প্রিয় সৃষ্টি- তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে গড়া সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। তাই তিনি তাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঈশ্বর: আমি এক নারীর গর্ভে তোমাদের জন্যে এক ত্রাণকর্তাকে পাঠাবো। সে-ই তোমাদের উদ্ধার করবে।

পাঠিকা: সেই আদম-হবা থেকে শুরু করে প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতার জন্যে মানুষের কত প্রতীক্ষা! যুগের পর যুগ কেটে যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী আসে। কোথায় সেই মুক্তিদাতা? কত প্রবক্তা শোনায় প্রতিক্ষারত মানুষকে আশ্বাসের বাণী: "তোমরা প্রস্তুত হও। মুক্তিদাতা আসছেন।"

গান: হবে তাঁর আগমন...

পাঠক: আর কত প্রতীক্ষা করতে হবে? কোথায় আমাদের মুক্তিদাতা, কবে আসবেন তিনি; কত প্রবক্তা তো বলে গেল তাঁর আসবার কথা। কত মানুষ সেই আশা নিয়ে প্রাণ হারালো। কবে আসবেন তিনি?

পাঠিকা : এই চরম হতাশার মাঝে আশার বাণী নিয়ে এলেন প্রবক্তা যিশাইয়া। তিনি উচ্চ কণ্ঠে শোনালেন সান্ত্বনার বাণী।

পাঠক : "ঐ দেখ, একটি কুমারী মেয়ে এবার সন্তান সম্ভবা। সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। তাঁর নাম হবে ইম্মানুয়েল অর্থাৎ 'আমাদের মাঝে ঈশ্বর।"

গান : অন্ধকারে আলো জ্বালাতে ...

পাঠক : কিন্তু কোথায় সেই ত্রাণকর্তা? কোথায় সেই ইম্মানুয়েল যিনি আমাদের মাঝে থাকবেন? কবে সত্য হবে প্রবক্তাদের বাণী? হে আমাদের উদ্ধারকারী ঈশ্বর, আমাদের উদ্ধার করতে শীঘ্র এসো তুমি। আর বিলম্ব করোনা। এসো প্রভু তুমি শীঘ্র এসো।

পাঠিকা : এর পরেও কেটে গেল যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। কোথায় সেই মুক্তিদাতা; কোথায় ঈশ্বরের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি?

পাঠক : চরম হতাশা দেখা দিল মনোনীত জাতির মধ্যে। এর মধ্যে তারা পারস্য রাজার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো। তা থেকে মুক্ত হতে না হতেই এবার শক্তিশালী রোম সম্রাট সিজারের দাসত্বের শৃঙ্গলে বন্দী হলো। মনোনীত জাতির মুক্তির আর যেন কোন আশা নেই। সবার হৃদয়ে শুধুই চরম হতাশা আর অন্ধকার।

পাঠিকা : এবার ঈশ্বরের সময় হলো। প্রতিক্ষার নির্ধারিত কাল পূর্ণ হলো। এই ঘোর অন্ধকারে আশার বাণী নিয়ে এলেন দীক্ষাগুরু যোহন। তিনি এলেন মানুষের হৃদয়-মন প্রস্তুত করতে-মানুষ যেন যোগ্যভাবে মুক্তিদাতাকে বরণ নিতে পারে। তিনি তাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন মুক্তিদাতার আসন্ন আগমন।

পাঠক : ঐ দেখ, মুক্তিদাতা আসছেন। ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক। তিনিই আমাদেরকে উদ্ধার করতে আসছেন। তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত হও তোমরা। তোমাদের হৃদয়ের আঁকা-বাঁকা, জটিল-কুটিল পথ সোজা-সরল করে তোল। হিংসা-ঘৃণায় ভরা হৃদয়টাকে পবিত্রতার শুভ্র বসনে সাজিয়ে তোল। ঐ শোন তাঁর চরণধ্বণি।

পাঠিকা : হ্যাঁ, তিনি আসছেন! ঐ দেখ, মুক্তিদাতা আসছেন। তিনি আসছেন আমাদের সবাইকে মুক্ত করতে। স্বর্গের শান্তি ও মুক্তির আনন্দ দিতে আসছেন তিনি।

গান : ঐ দেখ প্রভু আসেন---/ অথবা:
আলোর শিশুর চরণধ্বনি শুনতে কি পাও...।

ফসল কেটে আনার সময়ে, নবান্ন উৎসবে আশীর্বাদ পদ্ধতি বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

এসময় এক বা একাধিক গান বা কীর্তনর মাধ্যমে উদ্‌যাপন শেষ করা যেতে পারে। যেমন:

-সারা জীবন দিল আলো ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. আশীর্বাদ গ্রন্থ; প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, কোলকাতা, ১৯৯১।
২. এসো প্রার্থনা করি; দিনাজপুর, ২০১১।
৩. খ্রীষ্টযজ্ঞের প্রার্থনাসঙ্কলন; তৃতীয় খন্ড, কোলকাতা, ১৯৮০।
৪. ভক্তি-পুষ্প; ঢাকা, ১৯৯৯।
৫. গীতাবলী; ঢাকা।
৬. পিতার ঘরে মিলন উৎসব; যশোর, ২০০৯।
৭. সরল বাঙ্গালা অভিধান; কোলকাতা, ১৯৯১।
৮. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান; কোলকাতা, ২০১১।
৯. পবিত্র বাইবেল।
10. The Word of God; Supplementary Voloume, Shillong, 1993. (সমাপ্ত)

সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালের প্রতিপালিকা অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ

শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টভক্তগণ,

খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগামী ১২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, বিকাল ৫টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালের প্রতিপালিকা অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হবে। **পর্বীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই।** পর্বের প্রস্তুতিস্বরূপ ৩ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৫টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে নভেনা করা হবে।

উক্ত পর্বে সকল খ্রিস্টভক্তদের অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদন করে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করতে পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পার্বণে পর্বকর্তাদের অনুদান : ৫০০ টাকা (পাঁচশত টাকা)
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান : ২০০ টাকা (দুইশত টাকা)

অনুষ্ঠান সূচি
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১২ ডিসেম্বর, রবিবার, বিকাল ৫টায়
নভেনার খ্রিস্টযাগ : ৩ - ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: প্রতিদিন বিকাল ৫টায়

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ, পাল-পুরোহিত
ফাদার রিপন ডি'রোজারিও, সহকারী পাল-পুরোহিত
ও পালকীয় পরিষদ এবং খ্রিস্টভক্তগণ
রমনা, কাকরাইল, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৪৯/২১

হবে প্রভুর আগমন

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে। প্রভু আসবেন জগৎ মাঝারে, হৃদয়ের গভীরে। ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ প্রকাশিত হবে জগতের মাঝে। "আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালবাসা এতেই প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁর দ্বারাই আমরা জীবন লাভ করি *(১ যোহন ৪:৮)*। মাতা মণ্ডলী খ্রিস্টরাজার মহাপর্বের মধ্যদিয়ে পুণ্য উপাসনা বর্ষের সমাপ্তি ও আগমনকালের প্রথম রবিবারে উপাসনা বর্ষের শুভ সূচনা করে। এই ধারা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। যে বাণী দেহ ধারণ করেছে, সেই একই বাণী আমাদের পাঠ করে ধ্যান করে, বাণীর আলোকে সুসম্পর্ক গঠনে মণ্ডলীর সাথে একত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও মাণ্ডলিকভাবে সবার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মঙ্গলসমাচার প্রচারে ব্রতী হতে জীবনের উত্থানের জন্য আগমনকাল খুবই অর্থপূর্ণ। এই যাত্রা যেন মরুভূমি থেকে জীবন-ভূমিতে যাত্রা।

জীবন-ভূমিতে প্রবেশ করতে আমাদের সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। মুক্তিদাতা প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় সম্মুখপানে এগিয়ে চলা। সম্মুখেরপানে এগিয়ে চলতে হলে আমার পথ চিনতে হয় এবং সে পথ প্রস্তুত করে সামনের দিকে উন্মুক্ত দৃষ্টিতে এগিয়ে চলতে হয় মন পরিবর্তনের সাধনায়। "তোমরা মন ফেরাও, স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই *(মথি ৩:২)*।" এমনই মনের পরিবর্তন, যে পরিবর্তনে ব্যক্ত হয় মনের পাপময়তা, নতুন জীবনের সূচনা। দীক্ষাস্নানে নতুন জীবনের সূচনা। মরুপ্রান্তরে দীক্ষগুরু যোহনের দীক্ষাস্নানের প্রচার। এই দীক্ষাস্নানে ব্যক্ত হয় মানুষের মনের পরিবর্তন, মানুষের পাপ মোচনেরই প্রত্যাশা *(মার্ক ১:৪)*। জীবনের আমূল পরিবর্তনে প্রভুর জন্য পথ চেয়ে থাকা ও তাঁকে গ্রহণের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করে দেওয়া।

উপাসনা বর্ষের শুরু থেকেই বিশ্বাস সহকারে পুণ্য উপাসনায় অংশগ্রহণ, বাণী শ্রবণ ও যিশুর দেহ গ্রহণ আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কেননা এ যে খ্রিস্টবিশ্বাসীর প্রকৃত জীবন। দীক্ষার্থী ও খ্রিস্টবিশ্বাসী মানুষ হিসাবে এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে জীবন যাপন করা ও অন্যকে জীবন যাপনে সহায়তা করা। মণ্ডলী আগমনকালে চারটি সপ্তাহের চারটি প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় জেগে থাকে। চারটি প্রদীপ প্রথম সপ্তাহ আশা; দ্বিতীয় সপ্তাহ বিশ্বাস; তৃতীয় সপ্তাহ আনন্দ ও চতুর্থ সপ্তাহে শান্তি নিয়ে মাতামণ্ডলী ধ্যান সাধনা করে; মানব দেহধারী, মুক্তিদাতা প্রভুকে বরণের প্রস্তুতি নেয়। মাতামণ্ডলী গভীর প্রত্যয়ে বুকে আশা নিয়ে বিশ্বাস সহকারে আনন্দে জেগে থাকে শান্তির নিশ্চয়তায় প্রভুকে বরণ করতে। কেননা; খ্রিস্টপ্রভুই আমাদের সকল আশা, বিশ্বাস, আনন্দ ও শান্তির উৎস।

শান্তি আনন্দে বিশ্বাসের জাগরণ ও নবায়ন ঘটাতে ১) মঙ্গলবাণী পাঠ, ধ্যান ও বাণীর আলোকে জীবন যাপন। ২) নিয়মিতভাবে উপাসনায় অংশগ্রহণ করে বাণী ভোজন, স্বাদময় জীবন উদ্‌যাপন, মঙ্গলবাণী ঘোষণায় সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও একসঙ্গে পথ চলার নিশ্চয়তা। জগতে আলো ও লবণের মতো স্বাদ নিয়ে বেঁচে থাকা প্রত্যয় *(মথি ৫:১৩-১৬)*। ৩) মঙ্গলবাণীর আলোয় আলোকিত হয়ে মনপরিবর্তন ও পরিবর্তনের আহ্বান (ক্ষমা দেওয়ায় ও নেওয়ায়)। ৪) খ্রিস্টবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে জীবন নবায়ণে সুসম্পর্কে সেবাদান। মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে জীবন যাপনের মধ্যদিয়েই আমরা জীবনকে উৎসবে পরিণত করি।

উৎসবমুখর ও স্বাদযুক্ত জীবনই নতুনভাবে মঙ্গলসমাচার প্রচারে উবুদ্ধ হয়। এইভাবে মঙ্গলসমাচার ঘোষণার মধ্যদিয়েই মনের পরিবর্তন ঘটে। দায়িত্ব বর্তায় সকল সৃষ্টি ও কৃষ্টিকে রক্ষা করার। মাণ্ডলিকজীবনে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। মণ্ডলীর জীবনে বিশ্বাস প্রকাশ ও জীবনসাক্ষ্য দান (প্রেরণ ও প্রেরিত) নবায়ণ হয়। সৃষ্টি হয় সম্পর্ক। ভালবাসার সম্পর্ক! ভালবাসার সম্পর্কই বিশ্বাসের জীবন সাক্ষ্য যার মধ্যেই বাণী প্রচার নিহিত। ভালবাসার সম্পর্কই বাণী প্রচার করে ও সবকিছুকে এক করে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করে। যিশু বলেন; "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে *(যোহন ১৫:১২)*।" যিশুর ভালবাসাই প্রমাণ করে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ভালবাসার সুসম্পর্কে প্রেরিত প্রেরণকর্মী।

'ওগো জেরুশালেম, ওগো কন্যা, আনন্দ কর, কর উল্লাস'। হবে প্রভুর আগমন। প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় আমরা (মণ্ডলী) আনন্দ করি, করি উল্লাস। আমরা আশাভরায় মনে বিশ্বাস নিয়ে আনন্দ সহকারে প্রভুর জন্য প্রতীক্ষা করছি। প্রতীক্ষার প্রহরে প্রহরে জীবন সাক্ষ্য বহনে ঈশ্বর-ভীরু খ্রিস্টভক্তগণ হৃদয় দুয়ার খুলে দেয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিজ জীবনে মেনে নেয়। 'আসবেন প্রভু আসবেন রাজা, এসো করি পূজা তাঁর'। যিনি রাজাধিরাজ, তিনি আমার জীবনে আসবেন তাই তাঁকে বরণের জন্য আমার হৃদয়গৃহ প্রস্তুত করা দরকার। যিনি আসছেন তিনি সকলের মুক্তিপণ হবেন, সাধিত হবে মানব পরিত্রাণ।

আমরা আগমনকালে প্রভুকে সানন্দে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের এই প্রস্তুতি মুক্তিদাতা প্রভুকে নতুন করে হৃদয় সিংহাসনে স্থান দেওয়ার জন্য। আগমনকালের চারটি সপ্তাহে উপাসনা বর্ষের শুভ সূচনাতে মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এসো আমরা বিশ্বাসের বরপুত্রের জন্মোৎসবকে সুন্দর ও স্বার্থক করে তুলি। মিলনের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা প্রেরিত হই মঙ্গলসমাচার ঘোষণায়। নব চেতনার মহাজাগরণের পূর্ণ ও পুণ্য আগমনকাল॥

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব দিবসের গান

মার্সেল কান্টা

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার।।
সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, ধর্মে কর্মে হুঁশিয়ার...
তোমার কৃপায় পেলাম মোরা মুক্তির সমাচার।।

পাপী তাপী ভালবেসে,
তোমার চারণ পূর্বদেশে...
কত দুঃখ কষ্ট সইলে তুমি অবতার।।

তোমার অপার স্নেহের গুণে,
মঙ্গল বাণীর বার্তা শুনে...
দীক্ষাস্নানের পুণ্য ধারায় ঘুঁচিল আঁধার।।

তোমার যত ভক্তের প্রাণে,
ভালোবাসার জীবন দানে...
স্বর্গের পথে চালাও দয়াল আসিয়া আবার।।

হবে তাঁর আগমনঃ একটি অনুধ্যান

সাগর কোড়াইয়া

৩০ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ। দিনটি বৃহস্পতিবার। সকাল ১০ টার পূর্বেই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ, রাজনৈতিকব্যক্তি ও বাংলাদেশ মণ্ডলীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ভরপুর। সবাই আকাশপানে চেয়ে আছে কখন পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসকে বহনকারী বিমান মিয়ানমার থেকে এসে অবতরণ করবে। সবাই অপেক্ষায় আছে পুণ্যপিতাকে দেখার জন্য। ঠিক একই চিত্র দেখা গিয়েছে ১ ডিসেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে। ভোরবেলা থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খ্রিস্টবিশ্বাসীর ঢল এসে জড়ো হতে থাকে সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রাঙ্গণে। এ যেন এক তীর্থোৎসবে পরিণত হয়। স্লোগানে ভরে ওঠে দিক্-বিদিক্! সব কিছুকে ছাড়িয়ে সবার চোখ চাতক পাখির মতো অপেক্ষায় থাকে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের কোমল মুখাবয়বটি দেখার প্রতীক্ষায়। মন-প্রাণ ও চক্ষুর তৃষ্ণা মেটাতে চায় পুণ্যপিতাকে দেখে। অবশেষে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস এলেন। সবাই তাকিয়ে রইলো পুণ্যপিতার দিকে। আহা! কি হৃদয় জুড়ানো মুহূর্ত ছিলো সেগুলো! অনেকে পুণ্যপিতাকে দেখে আনন্দাশ্রু ফেলেছেন। এ রকম আরো বহু স্মৃতি পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসকে নিয়ে। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিসের আগমন বিষয়ে আলোকপাত করা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তবু বলি- বিশ্বের কাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরুর আগমনে যে প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা; যিনি মানুষের হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থানে আসন নিতে চান সেই যিশুগুরুর আগমনকে সাদরে বরণ করে নিতে আমাদের অপেক্ষা ও প্রস্তুতি আরো কতনা থাকা উচিত। সবার উপলব্ধিতে আনা দরকার, আগমনকাল হচ্ছে যিশুকে গ্রহণ করে নিতে মণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তুতি ও অপেক্ষার সময়।

বছরের শেষের দিকে শীত আসি আসি করে। ভোরে ঘাসের ডগায় শিশির জমে থাকে। বাগ-বাগিচা বাহারী ফুলে ভরে যায়। প্রকৃতির এই রূপ বদলের পাশাপাশি মণ্ডলীর কালের পরিবর্তন হয়। মণ্ডলীতে আগমনকাল আসে। খ্রিস্টভক্তদের আত্মিক প্রস্তুতির জন্য আগমনকাল আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। তাই মণ্ডলীতে আগমনকাল সুন্দর ও পবিত্র একটি সময়। এ সময় যিশুর জন্মোৎসব বড়দিন উদ্‌যানের জন্য বাহ্যিক প্রস্তুতিটাও চোখে পড়ার মতো। আগমনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা দেখা যায় যে, আগমনকাল এবং বড়দিনের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক ছিলো না। ইতিহাসবিদগণ ধারণা করেন- চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দিতে স্পেন এবং ফ্রান্সে (ফ্রান্সের তৎকালীন নাম গল) আগমনকাল ছিলো জানুয়ারী মাসে যিশুর আত্মপ্রকাশ পর্বে নতুন দীক্ষাপ্রার্থীদের দীক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুতির সময়। এই সময় দীক্ষাপ্রার্থীরা ৪০ দিন যাবৎ প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতো। পরবর্তীতে ষষ্ঠ শতাব্দিতে রোমীয় খ্রিস্টানগণ যিশুর আগমনের প্রস্তুতিস্বরূপ আগমনকালকে বেছে নেয়। তবে যিশুর বেথলেহেম নগরে গোশালায় জন্মগ্রহণকে স্মরণ করে নয় বরং পৃথিবীর বিচারক হিসাবে মেঘবাহনে যিশুর দ্বিতীয় আগমনকেই বিবেচ্য করে।

আগমনকালের চারটি সাপ্তাহে চারটি মোমবাতি প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে চারটি মূলভাবকে কেন্দ্রে নিয়ে মণ্ডলী ধ্যান-প্রার্থনা করে থাকে। প্রথম মোমবাতিটি হচ্ছে আশার প্রতীক। এই মোমাবাতিটিকে প্রাবক্তিক মোমবাতিও বলা হয়। বিশেষত প্রবক্তা ইসাইয়া নতুন মোশীহের আগমনের আশার বাণী শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় মোমবাতিটি বিশ্বাসকে প্রকাশ করে এবং বেথলেহেমের মোমবাতি হিসাবে আখ্যায়িত। প্রবক্তা মিখা ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেন, মোশীহ বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করবেন। আর এই বেথলেহেম রাজা দায়ূদেরও জন্মস্থান। তৃতীয় মোমবাতিটি আনন্দকে প্রকাশ করে; যা মেষপালকের মোমবাতি হিসাবে পরিচিত। স্বর্গদূতগণ সর্বপ্রথম মেষপালকদের কাছে যিশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ পৌঁছে দেন। চতুর্থ মোমবাতিটি শান্তির প্রতীক আর এই মোমবাতিটিকে স্বর্গদূতদের মোমবাতিও বলা হয়। কারণ স্বর্গদূতগণ ঘোষণা করেন যে, যিশুখ্রিস্ট শান্তি নিয়ে এসেছেন। যদিওবা পঞ্চম মোমবাতি প্রজ্বলনের কোন রীতি নেই তবু অনেক দেশে, কৃষ্টি ও রীতিতে পঞ্চম একটি মোমবাতি অন্যান্য চারটি মোমবাতির সাথে বড়দিনের দিন জ্বালানো হয়ে থাকে। আর এই মোমবাতিটি খ্রিস্টের মোমবাতি হিসাবে পরিচিত।

আগমনকাল অপেক্ষার সময়। মানুষের যে কোন অপেক্ষার প্রহর এক সময় শেষ হয়। আগমনকালের চারটি সাপ্তাহ অপেক্ষা ও প্রস্তুতির পর যিশুর জন্ম আমাদের জন্য আনন্দ বয়ে আনে। এছাড়াও আগমনকাল নির্দেশ করে যে, যিশু আসবেন মহাপরাক্রমে; আর এই দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় আছে বিশ্বাসীভক্ত মণ্ডলী। তবে তার আগে আগমনকালের গভীর অর্থ আমাদের বুঝতে হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে করোনা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছে। বিগত দুই বছর যাবৎ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে বাস করেছে। সবাই অপেক্ষায় ছিলো এই দুরাবস্থা কবে দূর হবে। করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কার ও পরবর্তীতে তা গ্রহণের আকাঙ্খায় সবার দিন কেটেছে। অবশেষে অপেক্ষার হয়েছে জয়। তদ্রূপ আমাদের আশেপাশের দরিদ্র ভাইবোনদের দিকে তাকানো উচিত। একদিকে সমাজ ও দেশের অনেকে দিনে রাতে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে রূপ নিচ্ছে আর অন্যদিকে দরিদ্ররা অপেক্ষায় আছে উপকারী ব্যক্তির আশায়। দরিদ্রদের অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হতে চায় না। আগমনকাল সমাজের অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত ও অনাহারী মানুষের অপেক্ষার প্রহর দূর করার আহ্বান জানায়। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে ভাতিকানে যে সিনড অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার প্রস্তুতিস্বরূপ যে মূলভাব **"সন্মিলীত মণ্ডলীঃ মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্ম"** দ্বারা আলোকিত হয়ে দরিদ্রদের পাশে দাড়িয়ে সবার মিলন ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সন্মিলীত মণ্ডলী গঠনের লক্ষ্যে দীক্ষাপ্রাপ্ত সবাইকে প্রেরণকার্যে একযোগে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জাগায় আগমনকাল।

মানুষ অপেক্ষা করতে চায় না। মুহূর্তে পাবার আকাঙ্ক্ষা সব সময়। বাস বা রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, কখন গাড়ি বা ট্রেন আসবে সে প্রতীক্ষায়। বারে বারে রাস্তার দিকে চোখ চলে যায়। গাড়ি বা ট্রেন আর কতদূর দেখবার আশায়! দূর থেকে গাড়ির আলো বা হর্ণ শুনতে পেলে খুশিতে ভরে যায় বুক। বাড়িতে বিশেষ অতিথি আসবে জানলে কত রকমের প্রস্তুতি চোখে পড়ে। অনেকে আবার অতিথিকে বরণ করতে দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। মানুষের জীবন আগমন, অপেক্ষা, প্রতীক্ষা দ্বারা আচ্ছাদিত। আগমন না থাকলে আশা থাকতো না। আশা না থাকলে জীবনের অর্থ বৃথা হতো। আর বৃথা হওয়া মানে লক্ষ্যহীন পথচলা। যিশুও আমাদের হৃদয় পরিবারে আসবেন। আর তাই আগমনকালই হচ্ছে প্রস্তুতির সুন্দর সময় যিশুকে বরণ করার। আগমনকাল আমাদের জীবনে মা মারীয়ার যিশুকে গর্ভে ধারণের মতো উপহার স্বরূপ। আগমনকাল আমাদের জন্য হতে পারে একটু সময় বের করে ধ্যান-প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শিশুযিশুকে বরণ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরীয় ভালবাসাকে উপহার হিসাবে গ্রহণ করার। আগমনকালে আমাদের হৃদয়-মন আগমনকালীন সঙ্গীত **"হবে তাঁর আগমন, আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায়, মুক্তির প্রতীক্ষায়"** দ্বারা আন্দোলিত করি॥

ঐশ লীলায় আমরাও প্রেরিত

সুনীল পেরেরা

দিব্য-দর্শনে প্রবক্তা দেখতে পেলেন একজন অগ্রদূত জেরুসালেমে প্রেরিত হয়েছেন। সেখানে তিনি পাহাড়ের চুড়ার উপর দাঁড়াবেন।

"যাও তুমি সিয়োন নগরীর কাছে
মঙ্গল-বার্তার দূত, এক উচুঁ পর্বতে গিয়ে ওঠো।
মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর তুমি
নির্ভয়ে চিৎকার কর...।"

পাহাড়ে, প্রান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠল এক পরম আনন্দ-বার্তা।

''এইতো প্রভু ভগবান: মহাপরাক্রমে আসছেন, তাঁর বহু-শক্তিতে সমস্ত কিছুই বশীভূত।
মেষপালকের মতো তিনি নিজের পাল চড়িয়ে বেড়ান তিনি দু'হাতে মেষশাবকদের জড়িয়ে ধরেন।"

লোকেরা এমন এক প্রবক্তার জন্যে আকুল হয়ে পথ চেয়েছিলে। তিনি আসবেন মঙ্গল-বার্তা নিয়ে, যিনি তাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাবেন।

রোম সম্রাট টাইবেরিয়াসের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে অর্থাৎ সাতাশ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে আটাশ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যে দীক্ষা-গুরু যোহনের আবির্ভাব ঘটেছিল। তার প্রচার-ভূমি ছিল মৃত-সাগরের শিলাময় তট থেকে অদূরে। যোহন ঘোষণা করলেন এক নতুন যুগের কথা সে যুগ হবে ঈশ্বরের কৃপা-ধন্য। এখন যথার্থই ঈশ্বর আসছেন। মরুপ্রান্তরে যে কণ্ঠস্বর সব মানুষকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে সে কণ্ঠস্বর যোহনে। আসার জন্য পথ প্রস্তুত কর। এ পথ শাশ্বত পথ, এ পথ কাটা হয়েছে মরুভূমিতে নয়, মানুষের হৃদয়েতে, যেখানে তাঁর চরণ পড়বে। এ পথ মন পরিবর্তন ও হৃদয়ের আমূল্য সংস্কার সাধন। তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত কর আর নিজেরাও প্রস্তুত হও । নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করে প্রায়শ্চিত্ত কর। ঈশ্বরপুত্র মানব-পুত্রের রূপ ধারণ করে আসছেন। দীক্ষাগুরু যোহন নব-সন্ধির মধ্যে যোগ-সন্ধির মহামানব রূপে বিরাজমান। তার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন এই দুই যুগ এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। খ্রিস্ট-প্রস্থার তিনি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যোহন এমন এক মানবিক প্রস্তুতির কথা বলেছেন, যা সব মানুষের পক্ষেই অপরিহার্য। এই জন্য খ্রিস্টমণ্ডলীর বর্ষপঞ্জিতে চারটি সপ্তাহ নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, যখন মণ্ডলী দীক্ষাগুরুর কণ্ঠস্বর নতুন করে কান পেতে শোনে। এ চার সপ্তাহকে বলা হয় আগমন কাল।

এই পৃথিবীতে পরিত্রাতা খ্রিস্টের আগমন একবারই ঘটেছিল এবং যা আর কখনো ঘটবার নয়। রীতি অনুযায়ী আগমন কালে চারটি মোমবাতি ফুল-লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয় সেই পরম আলোকের আগমন বার্তার প্রতীকরূপে। প্রতি রবিবার সেই দীপমালায় একটি একটি করে দীপ জ্বলানো হয়।

যিশুর জন্ম বিষয়ে যে সব কাহিনী রয়েছে তাতে দুটি কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। প্রথমত তাঁর উদ্ভব হয়েছে মানব-জাতি থেকে আর দ্বিতীয়ত, তিনি এসেছেন ঈশ্বরের কাছ থেকে। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলন ঘটেছে। যিশু মানব জাতির একজন। তাঁর বংশ-তালিকা পবিত্র বাইবেলেও দেওয়া হয়েছে, মানবজাতির সঙ্গে যিশুর সম্বন্ধ যোসেফের মধ্যদিয়েই দেখানো হয়েছে। তিনিই ছিলেন ইস্রায়েল জাতির শেষ কুলপতি।

ঐশ-প্রতিশ্রুতি-জাত সমস্ত সন্তানদের মাঝে যিশুই শ্রেষ্ঠ। যিশুর মধ্যদিয়েই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছে। সমগ্র মানবজাতির তিনি আকাঙ্ক্ষার ধন। সর্বতোভাবে তিনি ঐশ প্রসাদলব্ধ ও ঐশ প্রতিশ্রুতি জাত। তিনি মাতৃগর্ভে এসেছিলেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের পরম ভালবাসার দান তিনিই। রক্তমাংসের শরীর থেকে তাঁর জন্ম হয়নি। দৈহিক তৃষ্ণা বা মানুষের কামনা-জাত তিনি নন, তিনি এসেছেন পরমেশ্বরের কাছ থেকে, যিনি সকলের উর্ধ্বে বিরাজিত।

ঈশ্বর তাঁর ঐশী লীলার আধার করেছিলেন পুণ্যবতী মারীয়াকে পরমাত্মার শক্তিতেই তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন। কিন্তু ঐ শিশুটি গর্ভে ধারন করার আগেই তিনি তাঁকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন পরম বিশ্বাসে। স্বর্গদূতের কথার পর সমর্পণের ভঙ্গিতে মারীয়া শুধু বললেন, "আমি প্রভুর দাসী (সেবিকা) আপনি যা বলেছেন, আমার প্রতি তাই হোক।" অর্থাৎ আমার ইচ্ছা নয়, প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

ঈশ্বর-পুত্রের মানব-লীলা এমনই ঐশ্বরিক যে, মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। এই ঐশী-লীলার পূর্ণ মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য খ্রিস্টমণ্ডলীকে তিনবার এ সম্বন্ধে মহাসমারোহ বিশেষ ঘোষণা দিতে হয়েছে। বস্তুত ঈশ্বর-পুত্র মানব ছিলেন না। মানুষের রূপ ধারণ করে স্বয়ং ঈশ্বরই পৃথিবীতে বাস করেছেন। যিশু যে কে একমাত্র তাঁর পুনরুত্থানেই তা স্পষ্ট প্রকাশ করেছিল।

রাজকীয় শহর বেথলেহেমেই অবশেষে রাজা দাউদের কাছে দেওয়া ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি সকল হলো। যোসেফ ও মারীয়াকে দরিদ্র্য ভেবে একটু আশ্রয়ও দেয়নি কেউ। কেউ তাদের চিনতে পারেনি, চেনার চেষ্টাও করেনি। কারণ তারা আনন্দ উল্লাসে মত্ত ছিল। চরম তুচ্ছতারে মাঝে গোশালার জাবপাত্রে জন্ম হলো পরম জ্যোতির্ময় প্রভুর। কোন রাজপ্রসাদে নয়, কোন প্রাচুর্যের আবাসেও নয়, এমন কি তাঁর জন্মক্ষণে কোথাও কোন শঙ্খধ্বনিও হয়নি। তিনি আমাদের মতো নিঃস্ব-নিঃসম্বল হয়েই এসেছেন, আমাদের সকলের সমান হয়ে। আমাদের কত বড় সান্ত্বনা, তিনি দীনহীন আমাদের মতোই একজন হয়ে এসেছেন, যেন আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি। তাঁকে চিনতে ও ভালবাসতে পারি। শিশু যিশু তাঁর অসহায় দুটি হাত আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা তাঁকে হৃদয়ে নিতে পারি। কিন্তু আমরা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি কই? আমাদের অন্তরে কামনা-বাসনার কত আবর্জনা জমে রয়েছে। সে কারণেই দীক্ষাগুরু যোহন আহ্বান করেছিলেন পাপের জন্য অনুতাপ করতে।

যিশুর জন্ম-সংবাদ প্রথম পৌছল দীনহীন অবজ্ঞাত মানুষের কাছে, অর্থাৎ মেষ-চরানো মেঠো রাখালের কাছে। এ সময় তুরী বাজিয়ে, মশাল হাতে আনন্দ-শোভাযাত্রা করে কোন রাজকীয় ঘোষণা হয়নি। মুক্ত প্রান্তরে নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশের নীচে একটি বিনম্র ঘোষণা মাত্র। সমস্ত মানুষের যিনি প্রত্যাশিত তিনি এসেছেন, তিনি তোমাদেরই মত একজন মানুষ হয়ে এসেছেন। স্বর্গদূতের কাছে খবর পেয়ে দীনহীন রাখলেরা শুধু তাঁকে চিনেছিল পরম পরিত্রাতা হিসেবে। শ্রদ্ধার বিশ্বাসে তারা শিশু রাজাকে প্রণাম করেছিল। এই উপেক্ষিত দীন রাখালেরাই সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি হয়ে উঠল। অন্তরীক্ষে স্বর্গদূতের গীত-বাদ্য ধ্বনিতে মুখরিত স্বর্গমর্ত। মর্তের কোন মানুষ নয়, অমর্তের বার্তাবহই এর গায়ক-বাদক।

আলোকের রাজার আবির্ভাবে আকাশে উদিত হলো এক উজ্জ্বল তারা। নক্ষত্র গণনায় আর শাস্ত্রজ্ঞানে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ বুঝতে পেরেছিল যে, প্রতিক্ষিত মুক্তিদাতার জন্ম হয়েছে। দূর প্রাচ্য হতে নক্ষত্রের পথ ধরে তারা ঐশ শিশুটিকে খুঁজে পেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল, বন্দনা করল তাঁর। নিজেদের রত্নপেঠি

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খ্রিস্টরাজঃ ব্যতিক্রমধর্মী রাজা

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

"পাপীর তরে জীবন দিতে
পেয়েছে যে সাজা
নত মস্তকে প্রণাম করি
ওহে খ্রিস্টরাজা"।

সাধারণত আমরা রাজাদের কাহিনী শুনতে ও পড়তে খুবই ভালবাসি। রাজা ও রাজত্ব নিয়ে আমাদের সকলেরই কম-বেশি ধারণা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে কত রাজার কাহিনী শুনছি ও ইতিহাস পড়ছি যে, রাজারা প্রচুর ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী হন। তারা ভোগ বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন করেন। তাদের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য থাকে সৈন্য-সামন্ত। কিন্তু এই রাজাদের কারো সাথে বিশ্ববিখ্যাত খ্রিস্টরাজার কোন মিল নেই। তাঁর জীবন-ইতিহাস, রীতি-নীতি, শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য সব কিছুতেই যেন বিপরীত বৈচিত্রের সমারোহ পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বরচিত রাজাদের কাহিনীতে জানা যায় যে, তারা ছিলেন পরাক্রমশালী এবং তাদের রাজত্ব নির্দিষ্ট সময়-সীমা, আওতা ও গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যিনি স্বর্গ-মর্ত্যের শাশ্বত সম্রাট সেই খ্রিস্টরাজার রাজত্ব চিরকালীন, অক্ষয় ও শাশ্বত। তিনি অনন্তকালীন রাজা। মঙ্গলসমাচারে তাঁর জীবন কাহিনীর প্রতিটি মুহূর্ত যেন স্পর্শময়, বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করে চলছে। কারণ তিনি আদিতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমাদের রাজাধিরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্ট, যিনি একজন অনন্য, একক ও অদ্বিতীয় রাজা। তাই মহাদূত গাব্রিয়েল তাঁর জন্মের পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন, "যাকোব বংশের উপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন; অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব *(লুক ১:৩৩)*।" যিশুখ্রিস্ট এমনই একজন স্বীকৃত অভিষিক্তজন, যিনি পৃথিবীর সকল রাজার রাজা। তাঁর এই রাজত্ব জগতের রাজাদের থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মহান পরাক্রমশালী এ বিশ্বরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্টকে যদিও স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি তবু মনে হয়ে তিনি আমার ও আপনার অতি পরিচিত ও পরম প্রিয়জন।

খ্রিস্টরাজার মত এমন কোন রাজার কাহিনী শুনিনি যিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন ক্ষুদ্র এক গোশালায়। যার জন্ম বারতা ঘোষিত হয়েছে আকাশে উদিত বিশেষ তারার মাধ্যমে। যার আগমনের প্রস্তুতি চলছে হাজার হাজার বছর পূর্বে থেকে। তিনি এমনই এক অনন্য রাজা, যার জন্মকে কেন্দ্র করে নব শতাব্দী, নবযুগ ও নতুন নিয়েমের (বাইবেল) গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এ রাজা এমন ব্যতিক্রমধর্মী যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃপণ' কবিতায় উল্লেখিত রাজার মত ভিখারীর কাছে থেকে ভিক্ষা চাইতে পারেন আবার অবাক কাণ্ডের মত ভিক্ষুকের ভিক্ষাকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে পারেন। বর্তমানে আধুনিক যুগে যিশুকে রাজা বলে অভিহিত করা তেমন জনপ্রিয় নয়। কারণ আমরা জাগতিক বিষয়বস্তু অর্থাৎ জগতের গর্ব, বাড়ি-গাড়ি ও জায়গা-সম্পত্তি নিয়ে খুবই ব্যস্ত। শুধু তাই নয় আমরা শত্রুতা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ ও যাদু-মন্ত্র নিয়ে এতই ব্যস্ত যে খ্রিস্টরাজার কথা স্মরণ করার সময় আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত দীক্ষালাভের সময় আমরা তিনটি বর লাভ করেছি: রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক। তাই খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমরা সবাই রাজা। এই জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?"

জগতের রাজা সর্বদা প্রজাদের দশ হাত দূরে বিচরণ করেন। যে রাজা অন্যদের কাছে যায় না, সে রাজা তাদের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করবে কিভাবে? কিন্তু খ্রিস্টরাজা আমাদেরকে ভালবেসে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হয়ে সকল পাপ নিজের কাঁধে বহন করেছেন। সাধু পলের ভাষ্যমতে, তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সমতুল্যতাকে আঁকড়ে না ধরে নিজেকে নশ্বর মানুষ ও দাসে রূপান্তরিত করলেন। যাতে আমরা রক্তমাংসের পাপী মানুষ তার রাজত্বের অংশীদারী হতে পারি। এই থেকে বোঝা যায় যে, এই রাজা আমাদের কত ভালবাসেন। সাধু ইউরেনিয়াস তাই বলেছেন, "ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র হলেন যাতে মানবপুত্র ঈশ্বরপুত্র হতে পারে।"

সত্যিই আমরা খ্রিস্টরাজার দিকে তাকালে বুঝতে পারি যে, জগতের শাসকগোষ্ঠী ও রাজাদের শাসনকার্য থেকে খ্রিস্টরাজার শাসন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, কারণ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্ষুদ্র গোশালায়। প্রতিপালিত হয়েছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রীর ঘরে, তাঁর বাহন ছিল নৌকা ও গাধা। তাঁর সিংহাসন কাঠের তৈরী ক্রুশ, তাঁর মাথার মুকুট ছিল কাঁটার তৈরী। তাঁর অস্ত্র ছিল ক্ষমা ও সেবা। তাঁর রাজ্যের সংবিধানের মূলনীতি ছিল বিশ্বাস-আশা-ভালবাসা। অন্যদিকে সত্যিকার রাজা হিসেবে খ্রিস্ট সকল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও মান-সম্মানকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজা হিসেবে খ্রিস্ট "সত্যের সপক্ষে সাক্ষী দিতে এসেছেন এর জন্যই তিনি জন্মেছেন, এর জন্যই তিনি এই জগতে এসেছেন *(যোহন ১৯:৩৭)*।" সর্বজনীন রাজা খ্রিস্ট এমনই শক্তিশালী যিনি সবাইকে তাঁর রাজ্যের রাজা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাইতো সাধু আথানিসিউস বলেছেন, "ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন মানুষ ঈশ্বর হতে পারে।" তাই যিশু যেমন রাজা, আর তাঁর ভালবাসার রাজত্বে আমরাও রাজা। আমাদের কর্তব্য হবে খ্রিস্টরাজার মত রাজা হিসেবে যেন অন্যদের ভালবাসতে পারি।

খ্রিস্ট এমনই জ্ঞানী রাজা যিনি অধিকারের সুরে শিক্ষাও দিতেন, তাঁর কথাগুলো ছিল খুবই শক্তিশালী এবং অক্ষয়। বহু যুগের পুরনো কথাগুলো যেন আজও নবীনতা ও চরম বাস্তবতা বহন করে চলছে। অন্যদিকে জগতের রাজাদের সুব্যবস্থা ও সেবা করার জন্য চারিদিকে দাস-দাসীতে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু খ্রিস্টরাজা তার শিষ্যদের পা নিজ হাতে ধুয়ে দিয়ে মানব মর্যাদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সেই জন্যই অন্যসব রাজাদের থেকে খ্রিস্ট সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী রাজা। আর এ জন্য খ্রিস্ট প্রেমের পাগল শিষ্যগণ ও সাধু-সাধ্বীগণ তাদের জীবন এই রাজার নামে উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

লেখক সুকুমার রায়ের,'সুকুমার সমগ্র' বইয়ে 'খৃষ্টবাহন' গল্পে অফেরো নামক যুবক এমন একজন রাজার সন্ধানে বের হয়েছিলেন, যে রাজা সংসারের কাউকে ভয় করেন না। অফেরো খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্ট অর্থাৎ ব্যতিক্রমধর্মী খ্রিস্টরাজার সন্ধান পেয়েছে, তারই অনুসারী হয়ে জীবন উৎসর্গ করলেন।

আজকের এই আধুনিক যুগে ব্যতিক্রমধর্মী খ্রিস্টরাজার রাজ্যত্বকে রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। তাই আসুন এই সুন্দর পৃথিবীতে খ্রিস্টকে আমাদের জীবনে রাজা হিসেবে গ্রহণ করে নেই। তিনি আমাদের যে সেবা, ক্ষমা ও ভালবাসার পথ দেখিয়েছেন সে পথে চলি। আমরা যেন সবাই খ্রিস্টরাজার রাজত্বের প্রতিবিম্ব দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। স্বার্থক হয়ে উঠুক ব্যতিক্রমধর্মী খ্রিস্টরাজার ধরণীতে নেমে আসা এবং মানব হৃদয়ের রাজত্ব।

কৃতজ্ঞতায়ঃ

১.মঙ্গলবার্তা।
২.সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা ৪২, ৪৩।
৩.'সুকুমার সমগ্র'।
৪.উপদেশসমূহ॥

নভেনা: অনুগ্রহের প্যাকেজ

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

নভেনা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে শত শত ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টভক্ত সারি বেঁধে গির্জার অভিমুখে ছুটে যাচ্ছে বিশেষ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশে। এই বিশেষ খ্রিস্টযাগ হল নভেনার খ্রিস্টযাগ। এই চিত্র আমাদের অনেক পরিচিত ঘটনা। অনেকেরই নভেনার খ্রিস্টযাগের প্রতি বিশেষ আকর্ষন বা মনোযোগ থাকে, তাই এমন অনেকেই আছেন আদিষ্ট দিবসের খ্রিস্টযাগে যোগদান না করলেও নভেনার খ্রিস্টযাগ বলতে পাগলপ্রাণ। বর্তমান সময়ে সারা বছরই কোন না কোন নভেনা অনুষ্ঠান নিয়ে আমাদের ব্যস্ততা থাকে। সাধারণত আমরা আমাদের ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পর্ব বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিপালকদের পর্ব উদ্‌যাপনের পূর্বে প্রস্তুতি সরূপ নয় দিন বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনা করি। শুধু পর্ব পালনের উদ্দেশেই নয়, মানুষ নানা উদ্দেশে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্ঠিগতভাবে ৯ দিনব্যাপী বিশেষ এই নভেনা প্রার্থনা করে থাকে। অনেকেই আছে আবার পারিবারিকভাবে বিশেষ কোন সাধু-সাধ্বীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে নভেনা প্রার্থনা করে। কেউ কেউ আছে মা-মারীয়ার (ভেলেঙ্কিনী মারীয়া) প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং মনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পর পর ৯ শনিবার নভেনা প্রার্থনা করে। কেউ কেউ আছেন শুক্রবার দিন বা ৯ শুক্রবার ঐশ করুণার নিকট নভেনা করেন। এই রকম আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক আরো অনেক নভেনা পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে।

বর্তমান সময়ে নভেনা প্রার্থনা খ্রিস্টভক্তদের কাছে অনেক প্রিয় এবং আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত উভয়ভাবেই নভেনার মাধ্যমে বিশ্বাসের চর্চা করে। কিন্তু কেন আমরা এই নভেনা প্রার্থনা করি? এর ইতিকথা কি? মণ্ডলীতে নভেনার প্রচলন কিভাবে হল? কেনই বা শুধু নয় দিন? সাত বা দশ দিন হল না? এই বিষয় একটু জানা থাকলে ভালই হয়!

ল্যাটিন শব্দ নভেম (novem), ইরেজী (nine) নাইন এবং বাংলায় নয় শব্দ থেকেই মূলত নভেনা শব্দটির প্রচলন হয়। নয় একটি সংখ্যা যা দ্বারা নয় দিনের বিশেষ সময়কে বুঝানো হয়। পবিত্র বাইবেলে অনেকগুলি সংখ্যার বিশেষ অর্থ বহন করে; বলা যায় ৩,৭, ৯, ১২ এবং ৪০ ইত্যাদি। তবে ততবেশী চোখে পড়ার মত না হলেও, নয় সংখ্যাটিও বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বাইবেলে উল্লেখ পাওয়া যায়। নভেনা হল নয় দিনের বিশেষ ভক্তিপ্রদর্শনমূলক প্রার্থনা, যা দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশা করা হয়। প্রশ্ন হতেই পারে, কেন নভেনা বা নয়? কেন ষষ্ঠী বা সপ্তমী বা দ্বাদশ বা অন্য কোন সংখ্যা নয়? কিন্তু শুধুই ৯ (নয়)। ৯ সংখ্যাটির বিশেষ অর্থ আছে। নয় সংখ্যাটি দ্বারা অসম্পূর্ণ বা অসমাপ্তকে বুঝায়। ৯ সংখ্যাটি মানব জাতির প্রতীক বা বলা যায় মানবজাতির সীমাবদ্ধতা বা অসম্পূর্ণতার প্রতীক। এই সংখ্যাটি মানুষের সীমাবদ্ধতাকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মানুষ নিজে নিজে পরিপূর্ণ নয়। তাই সসীম মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টা পূর্ণতার দিকে যাওয়া ৯ (৯ = অসম্পূর্ণ) থেকে ১০ (১০ = পূর্ণ) এ যাওয়া। ১০ (দশ) সংখ্যাটি হল পূর্ণতার প্রতীক; তাই স্বভাবতই ৯ দিনের এই বিশেষ সময়টা এক একটা পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রার ধাপ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। যেহেতু একমাত্র ঈশ্বরই পরিপূর্ণ, তাই ৯ দিন নভেনার পর ১০ম দিনে পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। অথাৎ ধীরে ধীরে মানুষের সীমাবদ্ধ পাড়ি দিয়ে অসীমতা বা পূর্ণতার মধ্যে প্রবেশের একটি আনুষ্ঠানিক রূপ হল দশম দিন তথা পর্ব উদ্‌যাপনের দিন।

৯ দিনের ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্য সর্বজনীন ভক্তিমূলক প্রার্থনা যা দ্বারা কাথলিক মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা যায়। প্রাচীন মণ্ডলীতে ৯ সংখ্যাটি মূলত দুঃখ, শোক, কষ্ট বা যন্ত্রণা বুঝাতে ব্যবহার করা হতো। এই কারণে ৯ সংখ্যাটি হয়ে উঠেছিল প্রকৃত পক্ষে শোকের প্রতীক। পরবর্তী সময়ে ৯ দিনের এই শোকময় সময়টি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য ব্যবহার করা হয়। শুধু মাত্র শোকে কাতর হয়ে সময় কাটানো নয়, বরং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের একটি সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাই এই সময়টুকু যেন ভালোমত ব্যবহার করা যায় তা বিবেচনা করে একটি সুন্দর প্রার্থনার কাঠামোতে নিয়ে এসে অনুগ্রহ লাভের জন্য ৯ দিনের বিশেষ আধ্যাত্মিক অভিযান শুরু করা হয়। বর্তমান সময়ে কাথলিক মণ্ডলী নভেনা প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত করে, তবে উপাসনায় রীতিতে নভেনা করার কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

ইহুদীদের কাছে ৯ সংখ্যাটির চেয়ে ৭ সংখ্যাটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন রোমানদের কাছে আবার ৯ সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক ও রোমানরা পরিবারের কেউ মারা গেলে তার জন্য ৯ দিন ধরে শোক পালন করে থাকে। মৃত্যুর দিন থেকে শুরু করে অথবা কবর দেওয়ার দিন থেকে এই দিন গণনা করে মৃত্যের জন্য শোক প্রকাশ করে। ৯ দিন শোকের পর দশম দিনে তারা শোককে বিদায় দিয়ে উৎসব করে; তারা আত্মীয়স্বজনদের ও পাড়া প্রতিবেশীদের ডাকে এবং বিশেষ ভোজের আয়োজন করে। শুধু তাই নয়, রোমানরা পারিবারিকভাবে বছরে অন্তত একবার ৯ দিন ব্যাপী মৃতদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা বা নভেনা করে থাকে, সাধারণত ১৩-২২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই এই সময়টি তারা বেছে নেয় এই শোকময় নভেনা পালনের জন্য। ৯ দিন পর দশ দিনের দিন তারা বড় ভোজের ব্যবস্থা করে আত্মীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রন করে দশম দিনটি উদ্‌যাপন করে। কাথলিক মণ্ডলীতেও কোথাও কোথাও ৯ দিনের বিশেষ শোকের প্রচলন আছে। আমাদের মহামান্য পোপের মৃত্যুর পরও ৯ দিনের বিশেষ শোক নভেনা করার প্রচলন বিদ্যমান।

নভেনার একটা বিশেষ দিক হল কোন আধ্যাত্মিক উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য আত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই উৎসব কেন্দ্রিক বা উৎসবের জন্য ৯ দিনের এই প্রস্তুতিকে প্রস্তুতি নভেনা বলা চলে। মধ্য যুগে এই প্রস্তুতির নভেনার প্রচলন শুরু হয়। পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ পাওয়া যায় যে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট নবম প্রহরে অপদূত তাড়িয়ে ছিলেন। তাই প্রার্থনার জন্য নবম প্রহর (৯ সংখ্যাটি) গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো বা সেই জন্যই ৯ টি মিশায় (খ্রিস্টযাগে) অংশগ্রহণ করা বা নভেনা করার যৌক্তিকতা আরো বেড়েছে এবং একই সঙ্গে ৯ দিনব্যাপী মৃতদের জন্য প্রার্থনা করার প্রচলন হয়; যেন মৃত ব্যক্তির আত্মা সকল মন্দতা জয় করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পায়।

যতদূর জানা যায় নভেনা পালনের গোড়া প্রাচীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। মৃত মানুষের জন্য বিশেষ প্রার্থনা থেকে নভেনা প্রার্থনা করা হয়। এই সময় মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনা করে দল বেঁধে মানুষ মা-মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করার জন্য কার্মেল পর্বতে যেত। সেখানে তারা মৃতের জন্য শোক পালন করত এবং মা-মারীয়ার কাছে মৃতের আত্মার চির শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারত থাকত।

মণ্ডলীতে নভেনা একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। প্রাচীন প্যাগানদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান,

রীতি-নীতির আনুষ্ঠানিকতার সাথে ৯ সংখ্যাটির কিছু মিল আছে বটে, তবে নভেনা কোন কুসংস্কার নয়। বরং নভেনা ঐশ অনুগ্রহ লাভের ঈঙ্গিত বহন করে। এর মধ্যদিয়ে মা-মারীয়া ও সাধু-সাধ্বীদের অনুগ্রহ পাওয়া যায়। মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নভেনা করে। তাই নভেনাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। ক) শোকের নভেনা। খ) প্রস্তুতির নভেনা। গ) বিশেষ উদ্দেশ্য নভেনা। ঘ) দণ্ড মোচন/পাপ মোচনের নভেনা।

শোকের নভেনা: আমরা লক্ষ্য করলাম প্রিয়জনের বিয়োগে মানুষ ৯ দিনের বিশেষ শোক করে। মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাঁর আত্মার মঙ্গল চিন্তায় বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করে। যা নয় দিন ধরে বিদ্যমান থাকে এবং নভেনা হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই ৯ দিনের এই বিশেষ সময়ের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও শোক পালনকে শোকের নভেনা বলা চলে। প্রকৃত পক্ষে নভেনার ধারণা এই শোক পালনকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়।

প্রস্তুতির নভেনা: মধ্য যুগে প্রস্তুতির নভেনার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে বড়দিনের প্রস্তুতির নভেনা দেখা যায় ফ্রান্স ও স্পেন দেশে। এই নভেনা মূলত স্মরণ করা হত যে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট মাতৃগর্ভে নয় মাস ছিলেন। বড়দিনের পূর্বের এই নভেনাই সবচেয়ে পুরাতন নভেনা রীতি বলে ধারণা করা হয়। যিশু মাতৃ গর্ভে নয় মাস ছিলেন এবং আমরা এখন নয় দিন নভেনা করি এইটা নভেনা পালনের একটা অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি। যেহেতু এই সময় নির্দিষ্ট কোন প্রার্থনার কাঠামো ছিলনা তাই এই সময় তারা মোমবাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে মা-মারীয়ার স্তবগান/জয়গান করতো। প্রাচীন ইতালীতে বড়দিনের নভেনায় যিশুর উপস্থিতির কথা চিন্তা করে পবিত্র সাক্রামেন্ত প্রদর্শন করে নভেনা করা হতো ও ভক্তি প্রদর্শন করত। এছাড়া স্বর্গারোহন ও পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্ব পালনের জন্যও নভেনা করা হতো। কোন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার স্মরণে বা পর্ব উদ্‌যাপনের নভেনা শুরু হয় ইতালীর সিসিলিতে। নয় দিনের বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও তার সঙ্গে নভেনা প্রার্থনা এই ভাবে বিভিন্ন সাধু সাধ্বীদের পর্ব উদ্‌যাপনের পূর্বে নভেনা করা শুরু হয়।

বিশেষ উদ্দেশ্য নভেনা: মানুষ বিশেষতঃ নিজেদের নানা সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন সাধু সাধ্বীদের কাছে নভেনা প্রার্থনা করে। যেমন রোগ মুক্তির জন্য, চাকুরী লাভের আশায়, সন্তান লাভের প্রত্যাশায় ইত্যাদি। প্রাচীনকালে রোগমুক্তির আশায় সাধু হিউবার্টের নিকট নভেনা করার বেশ হিরিক ছিল। তখনকার সময় মানুষ মাথার বিভিন্ন সমস্যা ও ব্রেনের নানা অসুখ থেকে মুক্তির জন্য সাধু হিউবার্টের নিকট নভেনা প্রার্থনা করতো। বর্তমান সময়েও দেখা যায় মানুষ বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের কাছে মানত করে নভেনা করে। অনেকেই আছেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দিনের বা রাতের বিভিন্ন প্রহরে প্রহরে নভেনা করেন। এই সময় তারা উপবাস ও নিরামিষ ভোজন করেন, ত্যাগস্বীকার করেন এবং তা উৎসর্গ করেন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

দণ্ড মোচন/পাপ মোচনের জন্য: পাপের ক্ষমা লাভের উদ্দেশে মানুষ তীর্থযাত্রা করেও নভেনা করে থাকে। কোন বিশেষ সাধু-সাধ্বীদের গির্জায় বা সমাধি ক্ষেত্রে বা তীর্থস্থানে গিয়ে ৯ দিন ধরে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ করার মধ্যদিয়ে পাপের জন্য মানুষ অনুতাপ করে এবং নভেনা করে। যেমন উল্লেখ করা যায় যে অনেকেই জেরুসালেমে, রোমনগরে এবং আরো অনেক বিখ্যাত তীর্থস্থানে এই উদ্দেশে তীর্থ করে থাকে। এছাড়া ব্যক্তি নিজের মনে চিন্তা করেও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে দণ্ড মোচনের নভেনা করে। ত্যাগীস্বাকর, উপবাস, দান করা প্রভৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য নভেনা উৎসর্গ করেন।

নভেনার ধারণা বা ইতিহাস যাই হোক না কেন বর্তমান সময়ে আধ্যাত্মিক চর্চায় এর ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য সকল ধর্মীয় রীতি ও অনুশীলনকে ছাপিয়ে যায় এই নভেনা প্রার্থনা বা নভেনার খ্রিস্টযাগে যোগদানের স্পৃহা। কোথাও কোথাও নভেনাকে কেন্দ্র করে রীতিমত উৎসবে মেতে উঠে বিশ্বাসী ভক্তজন। বর্তমান সময়ে সকল ধর্মপল্লীই তাদের প্রতিপালকের পর্ব মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করে আর নভেনা ব্যতীত পর্বপালন তো কল্পনাই করা যায় না। শুধু ধর্মপল্লীই নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও নভেনা ও পর্বপালনের রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। সে যাই হোক বর্তমান সময় নভেনাকে মাধ্যম করে অনেক মানুষ বিশ্বাস চর্চার সুযোগ নিচ্ছে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করছে, যা আনন্দের বিষয়। নভেনার মাধ্যমে আমরা পুণ্য ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ মূল্যায়ন করি এবং তাদেরকে আমাদের জীবনে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে ঈশ্বরের পথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করি। আমাদের ব্যক্তি বিশ্বাস প্রকাশ ও সহভাগিতা করার সুযোগ পাই। আমাদের প্রিয় সাধু-সাধ্বীদের জীবন দৃষ্টান্ত ও তাদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলী আমাদের জীবনে গ্রহণ করার ও তা চর্চা করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়ার সুযোগ পাই। প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও বিভিন্ন পুণ্য সংস্কারগুলি গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জীবনকে বলিষ্ঠ করার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে নভেনা॥

ঐশ লীলায় আমরাও প্রেরিত

(৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খুলে বার করল সোনা, ধূপধুনো আর গুলগুল বা গন্ধনির্যাস। এ সবই তারা উপহার দিল শিশুটিকে। ধাতুর রাজা সোনা, মানুষের রাজা যিশু। তাই রাজার জন্য রাজোপহার সোনা। যিশু মন্দিরের পুরোহিত তাই তার ধূপধুনোর সুগন্ধ। গুলগুলের নির্যাস মৃতদেহে মাখানোর জন্য। কারণ যিশুর মৃত্যু হবে তারই সঙ্কেত।

যিশুর জন্মের দিনটি জানা ছিলনা বলেই খ্রিস্টপন্থীরা বছরের সবচেয়ে অর্থবহ দিনটি খ্রিস্টের জন্মদিন বলে বেছে নিয়েছে। স্বভাবতই বছরের সেই সময়টি তারা গ্রহণ করেছিলেন যখন দিন বড় হতে আরম্ভ করেছে। যিশুর জন্ম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা থেকে পরবর্তী ইতিহাসের তারিখ ধরা হয়েছে। যিশুর জন্মের বছর প্রথম বছর বলে গণনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে এর আগে রোম প্রতিষ্ঠার তারিখ থেকে বর্ষ গণনা হতো। যিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

বড়দিন উৎসবের সুর বাজতে থাকে আমাদের সংসারে আমাদের সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে সেই আগমনকাল থেকেই। গোশালার প্রতীকে, গানে-কীর্তনে, গির্জার ঘন্টাধ্বনির সুরে সুরে যিশুর জন্ম এক পরমোৎসব হয়ে ওঠে। আমাদের পারিবারিক জীবনেই শুধু নয়। তার বাইরে সর্বত্র এই উৎসবের অনন্য প্রভাব পড়ে। বড়দিনের এই উৎসবে মানুষ তার গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে ভালোবাসার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে দাঁড়ায়। নিজের অন্তরে সে পায় বিশ্বলোকের সাড়া। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অন্যতম কর্তব্য হলো সীমিত পারিবারিক গণ্ডির বাইরে এসে প্রতিবেশীদের স্বাগত জানানো। একমাত্র তাহলেই আমাদের বড়দিনের উৎসব খ্রিস্টের পরম দাক্ষিণ্যের সহভাগি হতে পারে। এখনো পৃথিবীতে কত অসহায় মানুষ রোগে-শোকে ভালবাসার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। নির্যাতন-নিপীড়নের ফলে আশ্রয় হারিয়ে অধিকারহীন লক্ষকোটি মানুষ শীতে বৃষ্টিতে অনাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এসব দূর্গত মানুষের সাথে সহভাগিতা, সহমর্মিতার মধ্যদিয়েই বড়দিনের আনন্দ পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আমরা দীক্ষিত ও প্রেরিত বলেই এসব মানুষের কাছে খ্রিস্টের মঙ্গলবার্তা পৌছে দিতে পারি প্রার্থনায়, সেবায়, ভালোবাসায়॥

পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র "আমরা সকলে ভাইবোন" (ফ্রাতেল্লী তূত্তি)

ড: ফাদার তপন ডি' রোজারিও

চতুর্থ অধ্যায় (Chapter 4)

২। ভ্রাতৃত্বের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভালবাসার আহ্বান **সমগ্র বিশ্বের প্রতি এক উন্মুক্ত হৃদয় (A Heart Open to the Whole World)**

অভিবাসী মূলভাব নিয়ে ৪র্থ অধ্যায়ের শিরোণাম দেওয়া হয়েছে, "সমগ্র বিশ্বের প্রতি এক উন্মুক্ত হৃদয়"। আজ এ বিশ্বেও অনেকের জীবন "দণ্ডশূলের দিকে" *(ফ্রাতূ ৩৭)*; এরা যুদ্ধ, নির্যাতন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিবেকহীন মানব পাচার থেকে পালিয়ে আসা এবং এদেরকে মূল সমাজ থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, এসব অভিবাসীদের স্বাগতম জানাতে হবে, রক্ষা করতে হবে, সমর্থন করতে হবে এবং সমাজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আমরা সামাজিক মৈত্র অভিজ্ঞতা করি, আমরা অনুসন্ধান করি যা কিছু নৈতিকভাবে উত্তম, আমরা সামাজিক নীতি চর্চা করি কারণ আমরা জানি যে আমরা একই বিশ্ব পরিবারভুক্ত। আমরা আহূত হয়েছি পরস্পর মুখোমুখি সাক্ষাৎ করতে, সংহতি প্রকাশ করতে ও বিনা পরিশ্রমে যা কিছু পেয়েছি তা বিনা মূল্যেই দান করতে ।

সব মানবসত্তা ভাই ও বোন এই দৃঢ় প্রত্যয়ই আমাদের জোর দেয় প্রকৃত বিষয়গুলোকে এক নতুন আলোয় দেখতে এবং নতুন সব প্রত্যুত্তরমালা সম্প্রসারিত করতে *(ফ্রাতূ ১২৮)*। যখন ঘটনাক্রমে আমাদের প্রতিবেশী একজন অভিবাসী, তখন জটিল সব সমপ্রশ্নও উঠে আসে। অপ্রয়োজনীয় অভিবাসন এড়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত না বস্তুনিষ্ঠ কোন উন্নতি ঘটছে অর্থাৎ অভিবাসীদের মূল ভূখণ্ডে মর্যাদাপূর্ণ জীবন এবং সমন্বিত উন্নয়ণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি সৃজিত না হচ্ছে ততদিন আমরা সকল ব্যক্তির জন্যই একটি স্থান খুঁজে নেবে যেখানে তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়। আমরা তাদের সে অধিকারকে সম্মান করতে বাধ্য যেখানে তারা খুঁজে পেতে পারে ব্যক্তিগত পূর্ণতা *(ফ্রাতূ ১২৯)*। যারা অভিবাসী হিসেবে আগমন করেছে তাদের স্বাগতম জানাতে, রক্ষা করতে, উন্নতি বর্ধন করাতে, আবার তাদের সমাজভুক্ত করতেও আমরা সর্বোত্তমটুকুই করবো। সেই শেষ অবধি, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে আমাদের উচিৎ হবে ভিসা অনুমোদন সহজীকরণ করা, স্পন্সরশিপ-জামিন কার্যক্রম প্রচলন করা, মানবিকতার পার্শ্বদ্বার খুলে দেওয়া, গৃহ সংস্থান করা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মৌলিক কাজকর্মের জন্য প্রবেশাধিকার অনুমোদন করা এবং কনস্যুলার বা রাষ্ট্রদূতের সহায়তা নিশ্চিত করা *(ফ্রাতূ ১৩০)*।

এ অধ্যায়ে সবিশেষভাবে, পোপ মহোদয় কয়েকটি পয়েন্ট নির্দেশ করেছেন, "অবিচ্ছেদ্য ধাপগুলো, বিশেষভাবে যারা মারাত্মক মানবিক বিপর্যয় থেকে পালিয়ে আসে" তাদের জন্য: ভিসা সংখ্যা বাড়ানো এবং সহজতর করা; মানবিকতার পার্শ্ব দরজা খুলে দেওয়া; আবাসন নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা এবং দরকারী সেবাদান; চাকুরী এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া, পরিবার পুনর্মিলিত হতে সহায়তাদান, নাবালকদের রক্ষা করা; ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সর্বোপরি যা দরকার তা হলো- দলিলটি বলে- একটি বৈশ্বিক প্রশাসন ব্যবস্থা থাকা দরকার, যেটি অভিবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাসহ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে. একক জরুরী অবস্থার বাহিরে সব মানুষের উন্নয়ণের জন্যও এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে *(ফ্রাতূ ১২৯-১৩২)*।

আমাদের থেকে ভিন্ন বা আলাদা সে ব্যক্তিগুলোর আগমন একটি উপহার হয়ে ওঠে যখন আমরা তাদেরকে উন্মুক্ত অন্তরে গ্রহণ করি আবার তাদেরকে তাদের মত হতে অনুমতিও প্রদান করি *(ফ্রাতূ ১৩৪)*।

পোপ মহোদয় বলেন যে, অপ্রয়োজনীয় অভিবাসন অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। তাঁর ভাষায়, এরা যেন এদের মূল ভূখণ্ডে মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারে সেইরকম টেকসই সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। একই সময়ে, উন্নততর জীবন অন্বেষণ করার অধিকারকেও সম্মান করতে হবে। যে সব দেশ অভিবাসীদের গ্রহণ করছে, তাদেরকে নিজ দেশের নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং অভিবাসীদের স্বাগত এবং সহায়তা নিশ্চিত করা- এই দুটো বিষয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে *(ফ্রাতূ ৩৮-৪০)*।

বিনা মূল্যে দান করা হলো সহজ-সরলভাবে কিছু করার সক্ষমতা কারণ এগুলো ব্যক্তিগত অর্জন বা ক্ষতিপূরণের সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত আপনা থেকেই উত্তম *(ফ্রাতূ ১৩৯)*। শুধুমাত্র বিনা মূল্যে গ্রহণ ও দান করার চেতনার সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক কৃষ্টির এক অনুপ্রাণিত সুনিবিড় সংমিশ্রনে টিকে থাকবে অনাগত ভবিষ্যৎ *(ফ্রাতূ ১৪১)*।

এখানে অবশ্যই বৈশ্বিক এবং স্থানীক এই দুইয়ের মধ্যে একটি সুস্থ উত্তেজনা বা টানাপোড়েন থাকবে। তাই তো সংকীর্ণতা ও গতানুগতিক তুচ্ছ-নগণ্যতা পরিহার করতে আমাদের বৈশ্বিক দিকে নজর দেওয়ার দরকার আছে। অধিকন্তু স্থানীয় অধিবাসী যারা আমাদের চরণ তাদের ভূমিতে ধরে রাখছে তাদের প্রতিও তাকানোর দরকার আছে *(ফ্রাতূ ১৪২)*। আন্তরিকভাবে সর্বজনীন বা বিশ্বজনীনতার প্রতি উন্মুক্ত হওয়া ছাড়া, অন্যান্য স্থানে কী ঘটছে তদ্বারা সমপ্রশ্নিত অনুভব-উপলব্ধি ছাড়া, অপর সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ার উন্মুক্ততা ছাড়া একটি সুস্থ উপায়ে "স্থানীয়" হওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক সুস্থ-সবল কৃষ্টি-সংস্কৃতিই অবাধ-উন্মুক্ত ও সাদর অভ্যর্থনাকারী *(ফ্রাতূ ১৪৬)*। জগৎ উৎপাদনশীল এবং নিত্য নব শোভা-লাবণ্যে পূর্ণ, যে কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলো উন্মুক্ত আর অবাধ সেগুলো নিয়ে যে ধারাবাহিক সমন্বয় বা সংশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে বা বের করে আনা হয়েছে সেগুলো ধন্যবাদার্হ *(ফ্রাতূ ১৪৮)*। মানব সত্তা হলো সসীম সত্তাবান পক্ষান্তরে তারা নিজে নিজে আবার অসীম বা বিশাল *(ফ্রাতূ ১৫০)*॥ ৯০

সীনোডাল চার্চ বা সহযাত্রিক মণ্ডলী: প্রয়োজন মনোভাব

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলীর 'সিনোডালিটি' বা সহযাত্রিকতা, এই মূলসুর নিয়ে বিশপগণের সীনোড আহ্বান করবেন রোমে। তবে এর আগে পুণ্যপিতা তৃণমূল পর্যায়ে, প্রতি ধর্মপ্রদেশে বিষয়টি নিয়ে ধ্যান-আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশে এর উপর আলোচনা, পর্যালোচনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, চলছে ও চলতেই থাকবে। এই সময়টি যেন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সীনোডের প্রস্তুতিকাল।

'সিনোড' (Synod) শব্দটির অর্থ: দু'টি গ্রীক শব্দ (*ছুন* অর্থ 'সাথে'; *হদস* অর্থ 'পথ') দিয়ে গঠিত সীনোড শব্দটির অর্থ 'একসাথে হাঁটা', এক সাথে পথ চলা, সবাইকে নিয়ে পথ চলা, সহযাত্রী। মণ্ডলী এর অর্থ সমাজ; খ্রিস্টমণ্ডলী হল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাজ। এই সমাজ হতে পারে একটি পরিবার, একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সংগঠন এবং আরো। একটি ধর্মপল্লী একটি মণ্ডলী, একটি ধর্মপ্রদেশ একটি মণ্ডলী। একজন ব্যক্তি হতে পারে মাণ্ডলিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। অতএব যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ যখন একসাথে বা সবাইকে নিয়ে পথ চলে তখন তা হয়ে উঠে সীনোডীয় বা **সহযাত্রীক মণ্ডলী** (Synodal Church)।

এমন মণ্ডলী সেইখানেই; যেখানে আছে: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ

মিলন (Communion) মিলনাত্মক একতা, সবার প্রতি মনোযোগ, সমান মর্যাদা, এক কথায় বৈষম্যহীন মিলন। আমরা সহযাত্রীক তাই আমরা সবাই ঐক্যে আবদ্ধ; আমাদের আছে মিলনাত্মক বা সহযাত্রীক একতা।

তাহলেই হবে সবার **(Participation)** অংশগ্রহণ। সবাই অংশগ্রহণ করতে চাইবে যদি থাকে সবার প্রতি মিলনাত্মক বা সহযাত্রীক মনোযোগ। অতএব যখনই বাস্তবতায় থাকে এই মিলন ও অংশগ্রহণ তখনই সেই পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে ... বাস্তবায়িত হয়, প্রকাশিত হয় সহযাত্রীক হিসাবে এক সাথে পথ চলা। কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে, সভা সমিতিতে, প্রতিষ্ঠানে, স্থানীয় মণ্ডলীতে যখনই প্রকৃত অর্থে সকল কাজে সকল ক্ষেত্রে এই মিলন ও অংশগ্রহণ বাস্তবে উপস্থিত থাকে তখনই সেই বাস্তবতা হয়ে উঠে এক সাথে বা সবাইকে নিয়ে, সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে পথ চলা, হয়ে উঠে সহযাত্রীক বা সীনোডীয়।

প্রেরণ (Mission): আর মিলনের মনোভাব নিয়ে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে যখন কোন কাজ করা হয়, তখনই সেই 'মিলন-বৃত্তে' প্রত্যেকেই সমমর্যাদায় আপন আপন দায়িত্ব পালন করে। সেই দায়িত্ব হয়ে উঠে প্রেরণ-দায়িত্ব। অর্থাৎ আমরা আপন আপন স্থানে থেকে আপন আপন জীবন-আহ্বান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে আমরা হয়ে উঠি প্রেরণ-কর্মী।

গোটা বিষয়টা তাহলে শিরোনাম দিয়ে উল্লেখ করা যায়: ***সিনডীয় বা সহযাত্রীক মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব।***

সিনোডীয় বা সহযাত্রীক যিশুর জীবন: যিশুর অন্তর সর্বজনীন অন্তর; মিলনাত্মক অন্তর। মানুষের সাথে মিলনাত্মক হয়ে, মানুষের রূপ, সকল মানুষকে ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্যেই তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন *(যোহন ১:১৪;)* ২য় ভাতিকান মহাসভার দলিল, 'ঐশপ্রত্যাদেশ' অনুচ্ছেদ।

প্রকাশ্য জীবনে এমন অন্তরেই তিনি স্থান দিয়েছেন সবাইকে। করগ্রাহক মথিকে, জাখেয়কে, মাগদালার মারীয়াকে এমন কি যুদাসকে তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন। মন্দির থেকে ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিয়ে, ফরিশীদের ও শাস্ত্রীদের প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিয়েও তিনি তাদের অন্তরে রেখেছেন, কাউকেই তাঁর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেননি। আর সেজন্যেই সাধু লুকের মঙ্গলসমাচারের একটি বৈশিষ্ট্য হল: এখানে তুলে ধরা হয়েছে, পরিত্রাণ সর্বজনীন বা সর্বজনীন পরিত্রাণ। তিনি এসেছেন সবার পরিত্রাণের জন্যেই।

সবাইকে পরিত্রাণের অংশী করেছেন বলেই লুকের মঙ্গলসমাচারে দেখি সবার প্রতি যিশুর দয়া, মায়া, স্নেহ-মমতা, ক্ষমার প্রেম। শুধু তাই নয় যিশু কড়াও হয়েছেন তার বা তাদের প্রতি ভালবাসার জন্যেই।

যিশুর সিনডালিটি বা সহযাত্রীকতার মধ্যে রয়েছে তিনটি পর্যায়

সাক্ষাত (Encounter), শ্রবণ (Listen) ও নির্ণয় (Discernment)। দু'টি উদাহারণ: জেবেদের দুই ছেলে ও অন্ধ বার্তিমেয়র

দুই পুত্রের সাথে সাক্ষাত হয় যিশুর; অন্ধ বার্তিমেয়র সাথেও যিশুর সাক্ষাত হয়। এই **সাক্ষাত**, মিলন প্রকাশ করে। তিনি ঈশ্বরপুত্র বলে কাউকেই দূরে রাখেননি। অনেক সময় তিনি তাদের কাছে গিয়েছেন এবং বলেছেন: "বল, তোমরা কী চাও?" মিলনাত্মক অন্তঃকরণ ছিল বলেই তিনি তাদের মর্যাদা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে মর্যাদাপূর্ণ শব্দ চয়ন দিয়ে তাদের/তাকে কাছে ডেকেছেন। তারা যখনই বুঝেছেন, যিশু তাদের তাঁর মিলনাত্মক অন্তরে স্থান দিয়েছেন, তখনই তারা নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় যিশুর কাছে এসেছে এবং তাদের আব্দার প্রকাশ করেছেন: তারা যেন মহিমান্বিত যিশুর ডান ও বা পাশে বসতে পারেন। অন্ধ বার্তিমেয়র বেলায় দেখি যারা বার্তিমেয়কে বাধা দিচ্ছিল যিশু তাদের বলেছেন, "ওকে ডাক।" যিশুর এই কথাতেই বার্তিমেয় বুঝতে পারেন যিশুর অন্তরের ভালবাসা। যিশু তাঁর কথা, "আমি যেন আবার দেখতে পাই" যিশু মনোযোগ দিয়ে, অন্তর দিয়ে শুনেছেন।

শ্রবণ: অন্যের কথা শুধু মনোযোগ নয়, মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, তার/তাদের অন্তরের অনুভূতিতে প্রবেশ করে, তার/তাদের অন্তরের অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে তার/তাদের কথা শুনতে হয়। শ্রবণের সময় ব্যাঘাত ঘটাতে নেই; বলতে দেই, নীরব থেকেও অনেক কথা বলা যায়।

অন্তর দিয়ে শ্রবণ করার পর, শেষে নির্ণয় বা **নির্ধারণ discernment**। এইখানে শ্রবণ করতে হয় পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর। যিশু জেবেদের দুই ছেলের অনুরোধ রাখলেন না। তবে দিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও জীবন-ভিত্তিক শিক্ষা: যে প্রথম ও প্রধান হতে চায় তাকে হতে হবে সকলের দাস। মানবপুত্র সেবা পেতে নয় সেবা করতেই এই পৃথিবীতে এসেছেন।

আর সেই বার্তিমেয়'র আকুল আবেদন? পবিত্র আত্মার প্রেরণায় যিশু অন্ধ বার্তিমেয়র অনুরোধ রক্ষা করেছেন। সে দেখতে পায়।

গোটা বর্ণনাটির মধ্যে একটি সত্যই প্রকাশ করে যে, মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণের জন্য প্রয়োজন মন-মানসিককতা ও মনোভাব।

সিনডালিটি বা এক সাথে খ্রিস্টের পথে হাঁটা/চলা, সীনডীয় বা সহযাত্রীক মণ্ডলী এর উপর বক্তব্য দেওয়া সহজ; অন্যকে উপদেশ দেওয়া সহজ; কিন্তু বাস্তবায়ন করা বড়ই কঠিন যদি না থাকে মিলন, অংশগ্রহণ এর জন্য অন্তরের মনোভাব। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে, গ্রহণ করে, সহযাত্রীক হয়ে পথ চলার মনোভাব।

পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে, ধর্মপ্রদেশে সিনোডালীটি বা সহযাত্রীকতা কখনই হবে না যদি থাকে পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য, অহংকার, ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা ও তুলনা: যেমন, ওর চাইতে আমি --- ; ওদের চাইতে আমরা বা আমাদের ------! এমন বৈষম্যাত্মক অহম আশ্রিত তুলনা। পক্ষান্তরে যখনই একজনের থাকবে "মিলন সাধনায় মগ্ন অন্তর" এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে যে-যেমন, তাকে সেইভাবে গ্রহণ ও তার সাথে মিলন করার মনোভাব, সবাইকে অন্তর দিয়ে বুঝতে পারার ও গ্রহণ করার মনোভাব; সবাইকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেবার মনোভাব, তখনই তার সেই সিনোডাল বা মিলনাত্মক একতার মনোভাব প্রকাশ পাবে তার আচরণে, কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে। আসুন সবার আগে আমরা ব্যক্তিজীবনে প্রথমে মনোভাবকে সিনোডাল, সহযাত্রীক বা মিলনাত্মক করে তুলি॥

ফসল কেটে আনার সময়ে, নবান্ন উৎসবে আশীর্বাদ পদ্ধতি বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ফাদার লুইস সুশীল

ছ-ফসলের প্রথম আঁটি বেদীপ্রান্তে আনয়ন

(কৃষকগণ এসময় শোভাযাত্রায় বেদীতে আসেন, তারা ঝুড়িতে বহন করেন নতুন কাড়া চাল, যার উপরে থাকে কিছু নতুন কাটা ধানের শিষ। এসবের সাথে তারা তাদের বাগানের শাক-সব্জি ও ফল আনেন যেসব পরে দরিদ্রদের দেয়া হবে। তারা এসব একটি টেবিলে রাখেন বা বেদীর সামনে মেঝে রাখেন। অবশেষে তারা খ্রিস্টযাগের জন্য রুটি দ্রাক্ষারস আনেন।

এসময় উৎসর্গের একটি উপযুক্ত গান করা যেতে পারে। অনুমোদিত প্রচলিত রীতি অনুসারে দান বহনকারীদের শোভাযাত্রা একটি ঔপাসনিক নৃত্য সহযোগে হতে পারে।)

গান: ১-গ্রহণ কর প্রভু; ২-আমার যে সেব দিতে হবে; ৩-বেদীতে মোদের দান তুলে দিয়ে; ৪-হে পিতা আমার, রেখে দিই আজ; ৫-বলিদানের এই পুণ্য ঘরে; ৬-আমাদেরই দান লহো, লহো ভগবান

(প্রথম ফল বহনকারীগণ আশীর্বাদ অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত বেদীর সামনে থাকেন।)

জ- (নবান্ন ও নতুন ফসলের আশীর্বাদ: ডিকন বা পুরোহিত হাত বিস্তার করে আশীর্বাদ প্রার্থনা বলেন। আশীর্বাদের সময়, কৃষকগণ তাদের প্রথম ফলসহ নিজেদের চালের ঝুড়ি উপরে তুলে ধরে থাকেন বা ওঠান।)

আশীর্বাদ প্রার্থনা: উদ্যাপনকারী বেদী থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা বলেন

হে পরম কল্যাণময় ও করুণাময় পিতা, আমরা জানি যে, আমাদের প্রতি তোমার ভালবাসার তুলনা হয় না। আমাদের জীবন ধারণের জন্য কত কী-ই না তুমি আমাদের দিয়েছ। আমাদের জমির চাষাবাদের জন্য দিয়েছ মাটি, আলো, বাতাস ও জল যার ফলে আমরা বছর বছর জমিতে পরিপক্ক বিভিন্ন ফল ও ফসল লাভ করি। একইভাবে তোমার আশিষ-ধারা দিয়ে, তোমার ভালবাসার দৃষ্টির আলো দিয়ে আমাদের হৃদয়- মাটিতে ফলিয়ে তোল শুভ কর্মের পুণ্য ফসল। আমাদের কঠিন পরিশ্রমের এই নতুন ফসল তুমি আশীর্বাদ (+) কর এবং আমাদের সকলকে তোমার আশীর্বাদে পূর্ণ কর যেন আমরা প্রতি বছর ভাল ফসল উৎপন্ন ক'রে আনন্দপূর্ণ চিত্তে ও সুস্থ-সবল দেহে তোমার ও পাড়া-প্রতিবেশী ভাই-বোনদের সেবা করতে পারি, তোমার মহাদান লাভ করার জন্য ব্যাকুল থাকতে পারি। অভাবগ্রস্ত রয়েছে যারা; তারাও যেন তোমার উদারতা উপলব্ধি ক'রে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানানোর আনন্দ পায়- এই প্রার্থনা করি প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। **সকলে**- আমেন।

ঝ- (এরপর যাজক নীরবে নবান্ন, নতুন ফসল, কৃষক ও উপস্থিত সকলের উপর পবিত্র জল ছিটিয়ে দেন।

এ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ধান দিয়ে বা শিষ দিয়ে নতুনভাবে বেদীর অঞ্চল সাজানো যেতে পারে। যেমন: ফুলদানিতে, কলসীতে, থালায় বা বাস্তবতা অনুসারে অন্য কিছুতে। কৃষকগণ তাদের স্থানে চলে যান।)

ঞ-অর্পণ প্রার্থনা:

হে বিশ্বস্রষ্টা, আমাদের ঘরে নতুন ফসল তুলে এনে আজ আমরা ধন্য। কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরা তোমার বেদীতলে এই যে-মাটির নতুন ফসল, এই যে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য অর্পণ করলাম, তুমি তা প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর: আমাদের কৃষিভূমি যেমন উর্বর হয়ে ওঠে, তেমনি আমাদের অন্তর-ভূমিও যেন সুফলা হয়ে ওঠে, আমাদের মনোভাণ্ডার যেন ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভক্তি-ভালবাসার ফসলে ভরে ওঠে। আমরা যেন সকল ক্ষতি ও অনর্থ থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে তোমার ধ্যানে ও তোমার সেবায় জীবন কাটাতে পারি। এ প্রার্থনা করি তোমার পুত্র আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। **সকলে:** আমনে।

ট-ধন্যবাদিকা স্তুতি সর্বফসলের দাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

প্রভু তোমাদের সহায় থাকুন।

সকলে: আপনারও সহায় থাকুন।

তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর।

সকলে: আমরা তা ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করেছি।

এসো, আমাদের ঈশ্বর প্রভুর ধন্যবাদ করি।

সকলে: ইহা বিহিত ও ন্যায্য।

হে পরম পিতা, সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, সর্বকালে ও সর্বস্থানে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মধ্যস্থতায়, তোমার কাছে আমদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা সত্যই উচিত, সত্যই কল্যাণকর।

হে বিশ্বস্রষ্টা, আকাশ থেকে তুমি নামাও বৃষ্টিধারা, উর্বর জমিতে ফসল ফলাও- ধন্য তুমি, ধন্য!

এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা তুমি, সময় ও ঋতুচক্রের নিয়ামক তুমি! মানুষকে তুমি তোমার আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছ, তারই উপর ন্যস্ত করেছ অপরূপ এই জগতের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্বভার।

তোমার বদান্যতায় ও মানুষের কঠোর শ্রমের ফলে তুমি আমাদের দাও ক্ষুধার অন্ন, পুরাও আমাদের মনস্কামনা- ধন্য তুমি, ধন্য! তুমি যেমন আলো বাতাস বৃষ্টি দিয়ে ক্ষেতের ফসল পক্ক পরিণত করে তোল, তেমনি তোমার প্রসন্ন দৃষ্টির আলো দিয়ে তুমি আমাদের হৃদয়-মাটিতে ফলিয়ে তোল শুভকর্মের পুণ্য ফসল- ধন্য তুমি, ধন্য!

আমাদের এই স্তবতিতে অবশ্য তোমার মহত্ত্বের বৃদ্ধি হয় না কখনো, তবে যতই আমরা তোমার বন্দনা করি, ততই আমরা নিজেরাই লাভবান হই, ততই তোমার অনুগ্রহ-ভাজন হয়ে উঠি।

তাই, হে পিতা, আমরা স্বর্গদূত বাহিনীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উল্লসিত মনে ধ্বনিত করি এই অবিরাম মহিমাগান-

(ত্রিত্বর মহা বন্দনার পর (Doxology) ত্রি-আরতি মহারতি দেয়া যেতে পারে পবিত্রীকৃত দান ও প্রথম ফলের উপর ভূমি থেকে প্রাপ্ত নতুন ধান, প্রকৃতি থেকে আনা তাজা ফুল, মাটির প্রদীপ ও ধূপ সহযোগে।)

প্রভুর প্রার্থনার ভূমিকা: আসুন আমরা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরেকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকল মানুষ ও আমাদের নিজেদের প্রতিদিনের খাদ্যের জন্য সকলে একত্রে প্রেমভরে প্রভুর প্রার্থনা গান করি:

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ

প্রসাদ গীতি: ১- ভজন: তুমি সৃজনকার হে প্রভু, তুমি পালনকার; ২- হে প্রভু দেখা দাও; ৩- হে ভগবান, তোমারি নাম; ৪-নন্দিত তুমি বন্দিত ভগবান; ৫-বিশ্ব চরাচর করিছে অবিরাম; ৬-বন্দনা বন্দনা তোমারই বন্দনা; ৭-

ঠ-সমাপন ক্রিয়া

প্রেরণ বা সমাপন প্রার্থনা:

হে সৃষ্টিকর্তা, মহামুক্তির ফসলে আজ আমাদের তৃপ্ত করেছ বলে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা তোমায় মিনতি জানাই: তুমি যখন মানুষের হাতে তোমার সৃষ্টি-ক্ষেত্রের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছ, আমরা যেন তা সুসম্পন্ন ক'রে প্রচুর শুভকর্মের ফল ও ফসল ফলাতে পারি এবং সেই শেষের দিনে তোমার হাতে নিজের জীবন-কর্মের পুণ্য ফসল তুলে দিতে পারি। এই নবান্ন লাভের কল্যাণে আমরা সকলেই যেন তোমার নামের গুণকীর্তন করতে পারি, পুণ্যপবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। এ প্রার্থনা করি তোমার পুত্র আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। সকলে: আমনে।

ড-সমাপ্তি শুভেচ্ছা

প্রভু আপনাদের সহায় থাকুন! সকলে: আপনারও সহায় থাকুন!

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর + পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা আপনাদের আশীর্বাদ করুন।- আমেন।

খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হল- আসুন, আমরা পরস্পরের সহভাগিতা ও সহযোগিতায় শান্তিতে জীবন যাপন করি!

সকলে: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

পরিচালক তখন ধানের শিষগুলি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন যেন তারা সেসব বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাদের গোলাঘরে রাখেন। চাল এবং অন্য উৎসর্গসামগ্রী দরিদ্র্যদের দেয়া হয়। ক্ষির, পায়েস, পিঠা, গুড়, মুড়ি ইত্যাদি উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হবে। অতঃপর সকলে পরস্পরের সঙ্গে শান্তি- শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আস্তে আস্তে বিদায় নেবেন।

(৬ পৃষ্ঠার দেখুন)

বাংলার জনপদ থেকে

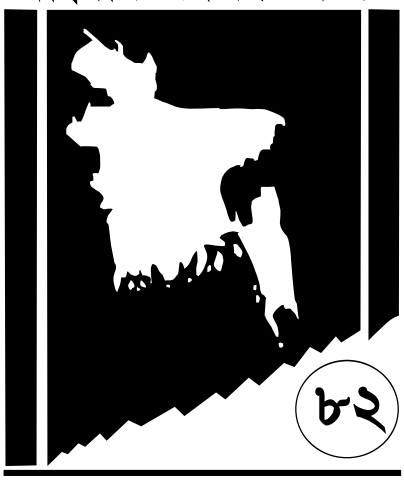

ফাদার সুনীল রোজারিও

ইদানিং **কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ** বাংলাদেশে প্রশাসনের জন্য মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রায়ই খবরের শিরোনাম হচ্ছে কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ। প্রথমে মনে হতো এরা সব ছাত্র-ছাত্রী, একসঙ্গে মেলামেশা করছে। কিন্তু যখন দেখা গেলো কিশোররা নানা অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে- তখনই প্রশাসনের টনক নড়ে। বাংলাদেশে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের শিশু আইন অনুসারে ১৮ বছরের কম বয়সীরা যখন কোনো অপরাধ করে তখন বলা হয় কিশোর অপরাধ।

কিশোর গ্যাং বাংলাদেশের একটি নতুন সংস্কৃতি। এক দশক আগেও কিছু ছিলো কিন্তু সেগুলো শিশুসুলভ আচরণ হিসেবেই দেখা হতো। "নাইন ষ্টার" কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধ সংগঠন "ডিস্কো বয়েজ"এর এক সদস্যকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার পর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীতে কিশোর গ্যাংদের ক্রিয়াকলাপ প্রশাসনের নজরে আসে। বিভিন্ন তথ্যমতে কমপক্ষে ১০ হাজারের মতো কিশোর-কিশোরী ৫০ টির মতো কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত। এই গ্যাংগুলোর নামও বিচিত্র। যেমন- নাইন ষ্টার, ডিস্কো বয়েজ, বিগ বস্, পাওয়ার বয়েজ, বিছুছু বাহিনী, ডন গ্রুপ, মুন্না গ্রুপ, ব্ল্যাক কোবরা, ডার্ক শ্যাডো, নাফিজ ডন, ইত্যাদি। নামগুলোই বলে দেয়- কিশোর গ্যাংগুলোর চরিত্র কেমন হতে পারে।

কিশোর গ্যাংগুলোর কাজ কী? এদের চলাফেরা সাধারণ কিশোরদের মতো নয়। নিজেদের খরচ বহন করার জন্য এলাকা থেকে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করে। দলের বড়রা, অপেক্ষাকৃত তরুণদের মাধ্যমে মাদক সরবরাহের কাজ করে এবং নিজেরাও মাদক গ্রহণ করে। চোরাচালান, ইভটিজিং, যৌন হয়রাণী, খুন-সংঘর্ষ, ইত্যাদি, কিশোর গ্যাংদের কাজ। বড়দের প্রতি তাদের স্বভাব ড্যাম কেয়ার। কিছু গ্যাং আবার "বড় ভাই" ও দাগি সন্ত্রাসীদের নির্দেশ মেনে কাজ করে থাকে। কিশোর গ্যাংরা তাদের অবৈধ কাজ ও সন্ত্রাসকে একটা হিরোইজম বা বাহাদুরি হিসেবে দেখে। প্রায় সবাই কোনো ধরণের মাদক ও পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত।

সমাজ বিজ্ঞনীরা কিশোর গ্যাং ও অপরাধীদের ধরণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, এই কিশোর গ্যাংদের তিন প্রকারের ধরণ ও দলীয় সংগঠন থাকার প্রমাণ আছে। যেমন Peer group বা সমশ্রেণিভুক্ত দল, যারা বড় মাপের অসামাজিক ও অবৈধ কাজে লিপ্ত না হলেও আচরণ শিশুসুলভ আওতায় পড়ে না। এরা রাস্তার মোড়ে অবস্থান নিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা কথাবার্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এদের প্রধান কাজ হলো মাদক দ্রব্য বহন, ইভটিজিং ও ছোটোখাটো অপরাধ করা।

এরপর Street gang যারা সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। এরা নানা ধরণের সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত। একটা নির্দিষ্ট এলাকার উপর তাদের কর্তৃত্ব থাকে। এলাকা থেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এরা নিজেদের মধ্যে এক ধরণের সংকেত ব্যবহার করে থাকে। এই দলের মধ্যে বয়সভেদে সাংগঠনিক ব্যবস্থা রয়েছে। তিন নম্বর কিশোর গ্যাংটিকে বলা হয় An organised criminal group, এই সংগঠিত সন্ত্রাসী দলের কাজকর্ম নানাবিধ সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত। দলের অপেক্ষাকৃত বড়দের দ্বারা দল পরিচালিত হয়। অনেক সময় দেখা গেছে এই দলের অধীনে Peer group এবং Street gang কাজ করে। অপরাধতত্ত্ববিদদের মতে, সংগঠিত সন্ত্রাসী দলের নেতাদের থাকে রাজনৈতিক উচ্চবিলাস ও ক্ষমতালাভ। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এরা অবৈধ কাজ ক'রে হাত পাকায় এবং সাহসী হয়ে ওঠে।

কিশোর গ্যাং হয়ে ওঠার পিছনে কারণ কী? সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং অপরাধতত্ত্ববিদদের মতে, পরিবার, সমাজ এবং রাজনীতি দায়ী। পরিবারে বাবা-মা যেমন, সন্তান হবে তেমন, এটা চিরন্তন সত্য। পারিবারিক অশান্তি সন্তানদের বিপথে ঠেলে দেয়। ঝগড়া, বিবাদ ও বিচ্ছেদ শিশুদের মনে দারুণভাবে দাগ কাটে। তখন তারা বিকল্প কিছুর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে। দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বে এখন সময়ের বড় অভাব। কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের নজর দেওয়ার সময় থাকে না। আবার দুর্বল সমাজ ব্যবস্থাও দায়ী। আদি অর্থে সমাজ বলতে এখন তেমন কিছু বাকী নেই। প্রাচীনকালে এলাকার কিছু পরিবার নিয়ে একটা কমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠতো। এখন নেই, সবাই যার যার মতো করে চলে। শাসন করার কেউ নেই, দেখার কেউ নেই। কার সন্তান বয়ে গেলো, এই নিয়ে কারও মাথাব্যাথা নেই। কিশোর অপরাধের পিছনে মিডিয়ার একটা ভূমিকা রয়েছে। টিভি সিরিয়ালগুলোতে যেভাবে ক্রাইম রিপোর্ট তুলে ধরা হয়- সেগুলো তরুণ মনে দাগ কাটে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দেখে সেগুলোর বিরুদ্ধে তাদের এগিয়ে আসার বয়স হয়নি। উল্টো তা থেকে অবৈধ টেকনিকগুলো শিখে নেয়।

বাংলাদেশেও কিশোর অপরাধীদের জন্য সংশোধন কেন্দ্র রয়েছে- তবে তা পর্যাপ্ত নয়। কেন্দ্রগুলো নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে- যেমন খাওয়া দাওয়া, পরিবেশ। পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোকেই আগে সংশোধন করতে হবে- আধুনিক করতে হবে। অপরাধীদের কেন্দ্রে শুধু ভরে রাখলেই হবে না- সংশোধনের জন্য কারিক্যুলাম রাখতে হবে। কিশোর অপরাধ দমনে প্রশাসন তৎপর। তবে প্রশাসনের উপর ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট নয়- অভিভাবক, সমাজ ও রাজনৈতিক নেতাদের তৎপর হতে হবে। কারণ রাজনৈতিক নেতাদের তাদের এলাকার সব খবরই জানা আছে। নেতাদের স্বার্থে শিশুদের ব্যবহার না করলে কিশোর অপরাধ কমে যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও একটা ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো শেখার জায়গা- যেখানে সন্তানরা জীবনের জন্য শিক্ষা লাভ করে। জরুরিভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোর অপরাধ সম্পর্কে পদক্ষেপ নিতে হবে।

আজকাল খ্রিস্টান সন্তানদের মধ্যেও অস্থিরতার প্রবণতা বাড়ছে। ধর্মের প্রতি অনীহা, পড়ালেখায় অনিয়ম, মাদকদ্রব্য সেবন, পালিয়ে যাওয়া, কেলেঙ্কারি, এমনকী আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। পরিবারের অনেক অভিভাবক পেশাগত কারণে বাইরে থাকেন। ফলে সন্তানদের মধ্যে অনেক স্বাধীনতা দেখা যায়। অনেককে দল বেধে রাস্তার মোড়ে, ব্রীজের উপর, প্রতিষ্ঠানের বাইরে মোবাইল হাতে চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায়। আবার এক সময় উধাও হয়ে যায়। এগুলো কোনো ভালো লক্ষণ নয়। কিছু কিছু অবৈধ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কথাও মাঝেমধ্যে শোনা যায়। সমাজের নেতা ও বিধায়কদের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। স্থানীয় চার্চের পালকীয় পরিকল্পনার মধ্যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সবশেষে বলতে হয়- পরিবারে সচ্ছলতা, প্রতিপত্তি যতোই থাকুক, সন্তান নষ্ট হয়ে গেলে- অভিভাবকদের জন্য হবে নরক যন্ত্রণা। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥

দাদা-নাতীর কথা

মাস্টার সুবল গমেজ

একদিন বিকালে দাদু হীরামনের সাথে নাতী ভানুর কথা হয়। দাদু বলেন, দেখ ভাই, তোর ঠাকুরমার কথাগুলো যেন বিষফোড়ার মতোই লাগে। তোর ঠাকুরমা তোর মাকে বলে, পাশের বাড়ীর চৈতালীর মার রান্না করা তরকারীর কি ভীষণ স্বাদ, আর তোর মার রান্না করা তরকারীতে কোন স্বাদই নেই। এ নিয়ে তোর মার সাথে প্রায়ই তর্ক হয়। চিন্তা কর ভাই, এ বৃদ্ধা বয়সে, পরের বাড়ির তরকারী মেগে এনে খেয়ে এতো প্রশংসা? এতে কার না দুঃখ লাগে বল। নাতী বলে, হ্যা দাদু, ঘটনাটা আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে দাদু আমি বুঝি, চৈতালীর মার রান্না করা তরকারী ঠাকুরমার কাছে কেন এতো স্বাদ লাগে, বুঝলে? দাদু বলেন, না ভাই, বুঝলাম না, আমাকে একটু বুঝিয়ে বল শুনি।

নাতী এবার বলে, তাহলেশোন দাদু, আমরা প্রতিদিন নিজ বাড়িতে খাই। প্রতিদিন যা রান্না করা হয় তা সবই স্বাদে প্রায় একই ধরনের হয়। এজন্য আমাদের মুখের স্বাদ প্রায় একই ধরনের থাকে, কিন্তু যখন অন্যের বাড়ীর রান্নাকরা কিছু খাই তখন ঐ বাড়ির রান্নাকরার স্বাদটা নিজ বাড়ির রান্নার চেয়ে অবশ্যই অন্যরকম লাগে। আসলে তা শুধু ঠাকুরমার জন্যই নয় বরং তা সবার জন্যই এরকম লাগে। দাদু, এজন্য ঠাকুরমাকে দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। তুমিতো ঠাকুরমার স্বামী দাদু। এ বিষয়টা নিয়ে তুমি ঠাকুরমাকে একটু বুঝিয়ে বললে হয়তো ঠাকুরমা বিষয়টা বুঝতে পারবে। দাদু বললেন, আচ্ছা ভাই, তাই হবে। তবে এ ছোটকালে তোর মুখে যে বুদ্ধিমানের কথা শুনলাম, তার প্রশংসা না করে পারছি না ভাই॥

অদ্রি রোজারিও
৪র্থ শ্রেণি

প্রতিবন্ধী আমাদেরই একজন

রুমা জেকলিনা কস্তা

জন্মের পর থেকেই যাকে
অবাঞ্ছিত করে দেই
যার মায়ের দু'চোখের অশ্রু ঝড়াই
সে আর কেউ নয়, একজন প্রতিবন্ধী।
বিশ্বজগৎ ভোগ, মৌল-মানবিক চাহিদা
পূরণ
এসবে যেন ওদের কোন অধিকার নেই,
তবুও ওরা অপারগতায় ডানা মেলে
মানস পটে স্বপ্ন বুনে হতে চায় আমাদেরই
একজন।
সভ্য আদম! আমরা কি পারিনা
ওদের গ্রহণ করতে,
প্রতিবন্ধী নয়, সর্বত্তম সৃষ্টি
আমাদের মতো করে ভাবতে?

সমাধিফলক

সাগর জে. তপ্ন

হে পথিক,
একটু থমকে দাঁড়াও
সকলকে বারবার শোনাও:
অনর্থক এই সমাধিফলক
বিস্মৃতি এই সমাধিলিপি,
যদি অন্তর ফলকে না থাকে
আমার জীবনলিপি।
যদি বা আসবে এখানে একবার
নয়তো বছরে দু'বার
কারো অন্তরে যদি থাকে কেউ
এতটুকুই যথেষ্ঠ ভুলবার।
গড়ে তোল সেই সমাধিফলক
ভালবাসারই সমাধিফলক,
স্মৃতিতে থাকবে তুমি
ভালবাসায় ভিজবে অন্যের পলক।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

অর্থপূর্ণ মানবীয় সম্পর্কের আদর্শ সাধু যোসেফ

- পোপ ফ্রান্সিস

বেশ কিছুদিন ধরেই পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের উপর তার ধর্মশিক্ষা দান করে চলেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২৪ নভেম্বর রোজ বুধবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ সাক্ষাতের সময়েও তা চলমান রাখেন। ঐদিন তিনি মানব ইতিহাসে সাধু যোসেফের ভূমিকা তুলে ধরেন। সাধু লুক ও মথির মঙ্গলসমাচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি উল্লেখ করেন যে, উভয় মঙ্গলসমাচার লেখক যিশুর জন্ম বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। মথি শুরু করেছেন আব্রাহাম থেকে আর লুক আদম থেকে আর যা শেষ করেছেন যোসেফ ও যিশুতে এসে। উভয় মঙ্গলসমাচার লেখকের কেউই যোসেফকে যিশুর জন্মদাতা পিতা হিসেবে উপস্থাপন করেননি কিন্তু তারপরও যোসেফ পরিপূর্ণভাবে যিশুর পিতা। তাঁর মাধ্যমেই যিশু সন্ধির ইতিহাসে এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পূর্ণতা আনলেন।

খ্রিস্টের সেবক: পোপ ফ্রান্সিস বলেন, সাধু মথি আমাদের দেখান যে, যোসেফ ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনায় একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। যদিও তিনি ঘটনায় বা সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে বিচক্ষণ এবং দৃশ্যমানভাবে উপস্থিত হন। যোসেফ এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যিনি কখনই দেখানোর জন্য কোন কিছুতে যাননি। তাই পোপ মহোদয় বলেন, সকলেই সাধু যোসেফের মধ্যে যারা অলক্ষিত ও নগণ্য তাদেরকে পেতে পারে; যিনি সংকটের মুহূর্তে মধ্যস্থতাকারী ও পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন।

পোপ একজন শিশু ও পিতাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

তিনি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন যে, যারা আপাদ দৃষ্টিতে পিছনে বা দ্বিতীয় সারিতে আছে তাদের সকলেরই পরিত্রাণের ইতিহাসে অতুলনীয় অংশ আছে। পৃথিবীতে এ ধরণের নর-নারীর প্রয়োজন রয়েছে।

মুক্তিদাতার অভিভাবক: লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পোপ বলেন, সাধু লুক সাধু যোসেফকে যিশু ও মারীয়ার অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর এরূপ অভিভাবকত্ব সুলভ ভূমিকার কারণেই তিনি মণ্ডলীরও অভিভাবক বা পরিচালক। ঈশ্বর সাধু যোসেফের মাধ্যমে কাইনের 'আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক' এ প্রশ্নের উত্তর দেন। যোসেফের জীবন এ কথা বলতে চায়, আমরা সবসময়ই আহ্বান পেয়েছি এ কথা অনুভব করতে যে, আমরা আমাদের ভাই-বোন ও আমাদের পাশ্ববর্তী ব্যক্তিদের যাদের জীবন আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের রক্ষক আমরা।

দুর্দশাগ্রস্তদের পৃষ্ঠযোষক: পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন যে, সাধু যোসেফ আমাদের টলমল আধুনিক সমাজকে আদর্শদান করেন মানবীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে কিভাবে আচরণ করতে হয়। যিশুর জন্ম বৃত্তান্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের জীবন এমন বন্ধন দ্বারা গঠিত যা আমাদের পূর্বে ছিল এবং এখনও আমাদের সাথে থাকে। এই বন্ধনের পথ ধরেই ঈশ্বরপুত্র এ জগতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যারা তাদের নিজেদের জীবনেই অর্থপূর্ণ সম্পর্ক খুঁজে পেতে সংগ্রাম করছে - এ অনুভূতি অনেক মানুষকে একাকীত্বের অনুভূতি দান করে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নিরোৎদ্দম করে। তবে সংকটের সময় সাধু যোসেফ সকলকে সহায়তা করেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

প্রয়াত জুলিয়ান পংকজ আরিন্দা
জন্ম : ১৫ মে, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৫ নভেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
উত্তর পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী
গাজীপুর

দশম মৃত্যুবার্ষিকী

"শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ
পরম পিতার স্নেহবক্ষে তুমি আছ।"

তুমি আকস্মিকভাবে মাকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের সবাইকে এই পৃথিবীতে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে চলে গেছে না ফেরার দেশে। তোমার সাজানো সুন্দর পরিবারে যা রেখে গেছো সব কিছুই থরে থরে আগের মতই আছে, শুধু তুমি নেই। আমরা দু'ভাই তোমার দু'হাত ধরে মাকে পাশে নিয়ে রবিবারে, ছুটির দিনে গির্জায় গিয়েছি এখন আমরা বড় হয়েছি, তোমার মত ছুটির দিনে বাড়িতে আসি, কিন্তু মা একা বাড়িতে সময় কাটায়। এখনও মনে হয় তুমি ছুটির দিনে বাড়িতে এসে মাকে রান্না, সবজি কাটা সব কিছুতে সাহায্য করতে। তোমাকে ভীষণভাবে অনুভব করি। মা তোমার কথা সর্বদা চিন্তা করে করে অসুস্থও হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

বাবা তুমি ছিলে একজন ধর্মপ্রাণ, নম্র, ভদ্র, পরের দুঃখে সমব্যথী, পরোপকারী, সমাজসেবী মানুষ। বাবা, তোমার স্মৃতি আকড়ে ধরে মা এবং আমরা দু'ভাই পথ চলছি। আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে তাঁর অনন্তরাজ্যে স্থান দান করুন। তুমি আমাদের স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ কর বাবা আমরা যেন, মাকে নিয়ে তোমার আদর্শ ধরে ভাল থাকতে পারি এবং জীবন শেষে ঈশ্বরের রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
তোমার আদরের দুই ছেলে: সৈকত ও সাগর আরিন্দা
বড়দিদি: সিস্টার মেরী কিরণ এসএমআরএ
মা: মার্থা রোজারিও (শিক্ষিকা)
বীনা এলিজাবেথ ক্রুশ

বিজ্ঞ/২৪৯/২১

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে সিনড ২০২৩ এর প্রস্তুতিমূলক দিক নির্দেশনা ও উদ্বোধনী সভা

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার ▯ গত ১৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে Synodal Church এর প্রস্তুতিমূলক দিক-নির্দেশনা ও উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিওসহ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে কর্মরত ৪৬ জন ফাদার, ২৫ জন সিস্টার, ১ জন ব্রাদার এবং প্রতিটি ধর্মপল্লী থেকে ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে ৪৯ জন খ্রিস্টভক্ত নিয়ে সর্বমোট ১২৫ জন এক সাথে পথ চলার এ যাত্রা শুরু করেন।

ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও বলেন- আধুনিক জগতের সাম্প্রতিক জটিল অবস্থায় কাথলিক মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে মানুষের ও কাথলিক বিশ্বাসীদের বহু প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ, সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে পোপ মহোদয়ের গোটা কাথলিক মণ্ডলীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যেন মণ্ডলী সিনড-প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, যার মধ্যদিয়ে মণ্ডলী জনগণের কথা ও মতামত শ্রবণ করতে পারে, একসঙ্গে পবিত্র আত্মার ইচ্ছা কী তা অবধারণ করতে পারে এবং একসঙ্গে পথ চলার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। পোপ মহোদয়ের নির্দেশনা এই যে, মণ্ডলী যেন সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হয়ে ওঠে।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, সিনড মণ্ডলীর একটি প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ও শ্রদ্ধাপূর্ণ শব্দ যা গভীরতম অর্থ উদ্‌ঘাটন করে। এটি সেই পথের নির্দেশ করে যেখানে ঈশ্বরভক্ত জনগণ হাঁটছে। একইসাথে, এটি প্রভু যিশুকে বোঝায়, কারণ যিশু নিজেকে পথ, সত্য এবং জীবন *(যোহন ১৪:১৬)* উল্লেখ করেছেন এবং এটা সত্য যে খ্রিস্টান বা তাঁর অনুগামীদের মূলত পথের অনুসারী বলা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন- ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের বিশপগণের সিনড্-এর প্রতিষ্ঠার ৫০তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে পোপ ঘোষণা করেছিলেন, "যে জগতে আমরা বাস করি এবং যে জগতকে ভালবাসতে ও সেবা করতে আমরা আহূত, এখানে অসংগতি থাকলেও, মণ্ডলীর কাছে এটা দাবি করা হয় যে, মণ্ডলী তার প্রেরণ-দায়িত্বের সর্বক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। এ কাজ করার ডাক হচ্ছে গোটা ঐশ-জনগণের প্রতি সহায়তা সম্প্রসারণের ডাক।

পরবর্তীতে ৭টি সেশনের মাধ্যমে সিনডের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সিনডীয় প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বাঁধা-বিপত্তির বিষয়ে সতর্কতার বিষয় ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন রাজশাহী কারিতাসের আঞ্চলিক পরিচালক সুক্লেশ জর্জ কস্তা।

১৬ তারিখে মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিকাল ৪টায় ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে একই বিষয়ে ভক্তজনগণ ও সকলের উদ্দেশে Synodal Church সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা। এর পরপরই পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও আনুষ্ঠানিকভাবে সিনোডাল চার্চের এক সঙ্গে পথ চলার এবং ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের বিশপগণের সিনড-এর দিক নির্দেশনা ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন॥

সাতক্ষীরায় সাধু যোসেফের বর্ষ সমাপ্তিতে তীর্থ যাত্রা

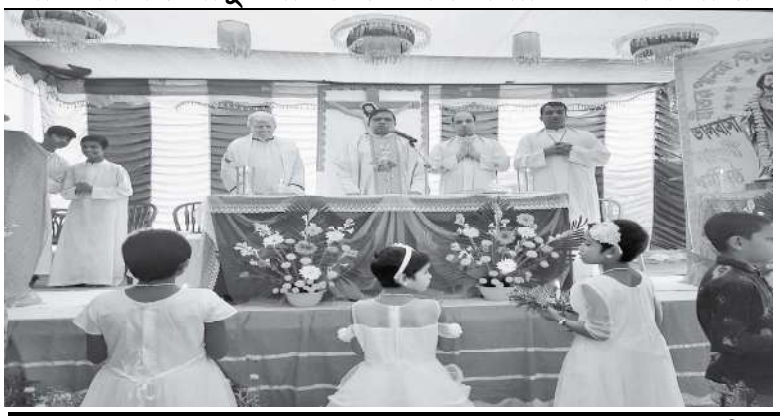

পৌল সাহা ▯ গত ৮ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর শানতলা উপধর্মপল্লীর পবিত্র পরিবারের গির্জায় সপ্তাহ ব্যাপী সাধু যোসেফের (নবী ইউসুপ) বর্ষ সমাপ্তিতে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে তীর্থ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ নভেম্বর সকাল ১১ টায় সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার লরেন্স ভালোত্তির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এ দিনে সেনেরগাতি, নগরঘাটা, মানিকহার উপধর্মপল্লীর ৪৮০ জন ভক্তজনের উপস্থিতিতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার মেলেসিও এসএক্স।

৯ নভেম্বর সকাল ১১টায় ধানদিয়া, জয়নগর, ক্ষেত্রপাড়া, ওফাপুর ও জেলটুপী উপধর্মপল্লীতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার নরেন জে বৈদ্য।

১২ নভেম্বর সকাল ১১টায় রঘুনাথপুর, গোয়ালচাতর, কাজীরহাট, শাকদহ, ঋশিল্পীর গোপীনাথপুর উপধর্ম পল্লীতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার আনন্দ মন্ডল।

১৩ নভেম্বর সকাল ১১টায় খোর্দ্দ, কামারালী উপধর্মপল্লীতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বিপ্লব বিশ্বাস।

১৪ নভেম্বর সকাল ১১টায় শানতলা, সাতক্ষীরা, বুধহাটা, জালালপুর, খলিষখালী উপধর্মপল্লীতে তীর্থ যাত্রার শেষ দিনে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জেমস রমেন বৈরাগী। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ বাদ্য বাজিয়ে এবং ফুল ছিটিয়ে বিশপ মহোদয়কে বরণ করে নেয়। গির্জা ঘরে প্রবেশের পথে পুষ্পারিত ও ধূপারতি দিয়ে সবাইকে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে বিশপ মহোদয় পবিত্র পরিবার সাধু যোসেফ, মা-মারিয়া-শিশু যিশুর মূর্তিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার লরেন্স ভালোত্তি। নির্ধারিত সময়ে বিশপ মহোদয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। বিশপের সাথে উপস্থিত ছিলেন ফাদার বিপ্লব বিশ্বাস, ফাদার রিপন, ফাদার লরেন্স ভালোত্তি।

এছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরে শানতলা উপধর্মপল্লীর পরিবেশনায় মনোজ্ঞ বিচিত্রা অনুষ্ঠান ও কীর্তন গানের আয়োজন করা হয়। সপ্তাহব্যাপী তীর্থ যাত্রা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত খ্রিস্ট ভক্তগণের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মানিক সরকার, ক্যাটেখিষ্ট ডমিনিক মন্ডল॥

নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীতে নতুন কবরস্থান উদ্বোধন

তিমন হালদার ▯ নারিকেলবাড়ী কাথলিক চার্চের কবরস্থান শুভ উদ্বোধন করেন মহামান্য আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি (চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ) এবং ফাদার লাজারুস কানু গমেজ (সহকারী প্রৈরিতিক প্রশাসক বরিশাল ডাইওসিস)। নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীতে এ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট করবস্থান ছিল না। ধর্মপল্লীর ১০০ বছর পূর্তিতে খ্রিস্টভক্তগণ নিজেদের অর্থায়নে ৭৪ শতাংশের জমির ওপর এই কবরস্থান তৈরী করছে। পাল-পুরোহিত ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গমেজের সঠিক দিক নির্দেশনায় কাজ প্রায় শেষের দিকে। খ্রিস্টভক্তরা যেন এরকম মণ্ডলীর উন্নয়নে এগিয়ে আসে এবং আমার মণ্ডলী আমার দায়িত্ব বুঝতে পারে অনেকেই এই প্রত্যাশা রাখে॥

দেওগাঁও গ্রামে সাধ্বী মাদার তেরেজার চ্যাপেলের শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ

ফাদার আলবার্ট রোজারিও ▯ গত ২৫ জুন, শুক্রবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় ডি' ক্রুজ ওএমআই ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর অন্তর্ভুক্ত দেওগাঁও গ্রামে সাধ্বী মাদার তেরেজার নামে নতুন চ্যাপেলটির শুভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন। সাথে অন্যান্য ফাদারগণও ছিলেন। প্রথমে স্থানীয় পাল পুরোহিত উপস্থিত সবাইকে স্বাগতম এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, অনেকের নিরলস পরিশ্রম এবং উদারদানেই সম্ভব হয়েছে দেওগাঁও চ্যাপেল নির্মাণ কাজ। তাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এর পরপরই আর্চবিশপ আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার পর কবুতর এবং বেলুন উড়িয়ে তিনি নতুন চ্যাপেলের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় মেসার্স সিদ্দিক এন্টারপ্রাইজের সভাপতি মো: সিদ্দিকুর রহমান আর্চবিশপের হাতে চ্যাপেলের নকসা ও চাবি হস্তান্তর করেন। চ্যাপলের প্রধান দরজার সামনে গিয়ে আর্চবিশপ আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং সকলের জন্য দরজাটি খুলে দেন।

এর পরে শুরু হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ বলেন, দেওগাঁও গ্রামে আমরা একটা চ্যাপেল নির্মাণ করতে পেরে অনেক আনন্দিত। আর এই চ্যাপেলেটি উৎসর্গ করা হয়েছে কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজার নামে। চ্যাপেলটি নির্মাণ কাজে যারা জমি, অর্থ ও শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আর্চবিশপ ধন্যবাদ জানান। উপদেশের পর সাধু-সাধ্বীদের স্তব গান করা হয় এবং যে বেদীতে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হবে পবিত্র তেল দিয়ে বেদিটি লেপন করেন ও ধুপারতি দেন।

সারাদিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সংবর্ধনা, কৃতজ্ঞতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুপুরে সকলের

জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। সারাদিন ব্যাপী এইসব অনুষ্ঠানে প্রায় চার হাজার খ্রিস্টভক্ত, বিভিন্ন গির্জার ফাদার, সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। একটি বিশেষ স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে চ্যাপেল নির্মাণে সিংহভাগ অর্থই স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়।

সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব পালন

গত ২১ নভেম্বর, রোববার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, খ্রিস্টরাজের মহাপর্ব দিনে সাড়ম্বরে দেওগাঁও প্রার্থনা গৃহের প্রতিপালিকা সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব পালন করা হয়। আনন্দময় এই পর্বের খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। ফাদার আলবার্ট ও ফাদার শিশির তাকে সহযোগিতা করেন। পর্বের আগে ত্রিদিবসীয় প্রস্তুতি খ্রিস্টযাগ হয়। সুন্দর শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। কার্ডিনাল তার উপদেশ বাণীতে বঞ্চিত মানুষের জন্য মাদার তেরেজার সেবাকাজের উপর আলোকপাত করেন এবং সবাইকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেন। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল পুরোহিত ফাদার আলবার্ট উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরে আশীর্বাদিত বিস্কুট ও ছবি সকলের মাঝে বিতরণের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

সাধু লিও'র ধর্মপল্লীতে যাজকীয় রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

জাসিন্তা আরেং ❑ গত ১১ ও ১২ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারীর সাধু লিও'র ধর্মপল্লীতে ফাদার নিকোলাস চিসিমের যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী মহাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। ১১ নভেম্বর বিকেলে আরাধনা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্যদিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ১২ নভেম্বর সকাল ১০টায় মহাখ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার অঞ্জল জাম্বিল, জুবিলী পালনকারী ফাদার নিকোলাস চিসিম এবং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার তরুণ বনোয়ারী। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার অঞ্জন বলেন, জুবিলী পালন করা মানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো। ফাদার নিকোলাস একজন উদ্যোগী, নীতিবান ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের মানুষ যা তার আন্তরিক পরামর্শ ও দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায়। খ্রিস্টযাগ শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সুশান্ত পাল, উপ-কমিশনার ও বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ময়মনসিংহ ও শেরপুর, অপূর্ব ম্রং, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ, এমপিডিএফ-এর নবনির্বাচিত সভাপতি ফাদার বিপিন জে নকরেক এবং সাবেক সভাপতি ফাদার অঞ্জল জাম্বিল, ফাদার বিজন কুবি এবং ধর্মপ্রদেশের শিক্ষা কর্মকর্তা ফাদার অশেষ দিওসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাহারিদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান ও গ্রহণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন লিপা চিসিম ও সুচিত্রা চিছাম। পরিশেষে, ফাদার তরুণ বনোয়ারী'র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও দুপুরে আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১১ জন পুরোহিত, ১জন ডিকন, ধর্মপল্লীতে সেবাদানরত সিস্টারগণ, আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ধর্মপল্লীবাসী॥

ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেইটের তেজকুনীপাড়া ছ'মিলের মোড়ে তিনতলায় খ্রিস্টান মালিকানাধীন ১১৫০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট জরুরীভিত্তিতে বিক্রয় হবে। ৩ বেড, ৩ বাথ-কাম টয়লেট, বেলকুনি ও গাড়ি পার্কিংসহ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :

লিনুস রোজারিও : ০১৭৩০০২১৪২৪
০১৭১৬১৬৫৫০০

বিজ্ঞ/৩৩৯/২১

অনন্তধামে সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস্কা, এসএমআরএ

সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস্কা এসএমআরএ, বাপ্তিস্মের নাম মারীয়া বকুল রোজারিও। পিতা স্বর্গীয় ফ্রান্সিস পুকাই রোজারিও ও মাতা মেরী লুইজা গোছাল। তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টবর্ষের জুলাই মাসের ৬ তারিখ মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ভাসানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এসএসসি তে উত্তীর্ণ হয়ে প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৮২ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জুলাই প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘে প্রবেশ করেন। সিস্টার ১৯৮৫ খ্রিষ্টবর্ষের ৬ জানুয়ারী প্রথম ব্রত, ১৯৯১ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারী আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন এবং ২০১৫ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারী রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করেন।

সিস্টারের সেবাময় কর্মজীবন

সিস্টার ফ্রান্সিস্কা পরম পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংঘের ক্যারিজম অনুসারে আদর্শ শিক্ষাগুরু যিশুর ন্যায় ব্যয়িত করেছেন তার নিজ জীবন। শিশুদের ভালবেসে সিস্টার তার জীবনের বেশীরভাগ সময়ই শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের নৈতিক ও মানবিক গঠনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। সিস্টার ১৯৮৫ খ্রিস্টবর্ষ থেকে ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত বাংলাদেশ মণ্ডলীতে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে অবস্থান করে তার প্রেমপূর্ণ সেবা দিয়ে গেছেন। তিনি জামালখান, তেজগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়, পানজোরা, লক্ষীপুর, মঠবাড়ী, বানিয়ারচর, পাগাড়, নটরডেম শিশু বিদ্যালয়, ধরেণ্ডা, দড়িপাড়া এবং চড়াখোলা স্কুলে শিক্ষাদানের মধ্যদিয়ে অনেকের জীবনে জ্বেলে দিয়েছেন জ্ঞানের আলো। এছাড়াও সিস্টার ফ্রান্সিস্কা শান্তিভবনে বয়োজেষ্ঠ্য ভগ্নিদের তার প্রেমপূর্ণ সেবা দিয়েছেন এবং সি সি পি ও যুব কমিশনের মাধ্যমে তার পালকীয় সেবার মধ্যদিয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

তিনি ২০২০ খ্রিস্টবর্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মেরী হাউজে থেকে তার অসুস্থতাকালীন সময়ে কষ্টসহিষ্ণু, বিশ্বাসী ও প্রার্থনাশীল জীবনযাপনের মধ্যদিয়ে যিশুর প্রেমের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

সিস্টার ফ্রান্সিস্কার আধ্যাত্মিক ও মানবীয় গুণাবলী

সিস্টার ফ্রান্সিস্কা ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল ও ঈশ্বর নির্ভরশীল সন্ন্যাসব্রতিনী। ধৈর্যশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল তার ভূষণ। তিনি ছিলেন কর্মঠ, ত্যাগী, দরদী ও মমতাময়ী। সিস্টার তার ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা গ্রহণের মধ্যদিয়ে পুণ্য অর্জন করে আমাদের সংঘকে করেছেন সমৃদ্ধ। এসকল গুণাবলীর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তা আমাদের জীবনে অনুকরণ করার আশীর্বাদ চাই।

মহাপ্রয়াণ

সিস্টার ফ্রান্সিস্কা ঈশ্বরের পরিকল্পনা নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে ক্রুশার্পিত যিশুর ন্যায় নীরবে সকল দৈহিক যাতনা সহ্য করে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনীর জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে সিস্টারের বয়স হয়েছিল ৬০ বছর ২ মাস ২৫ দিন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আজ তার সকল শুভ কাজের জন্য পুণ্যমণ্ডিত হয়ে পরম পিতার আবাসে তার সৌরভ ছড়াচ্ছেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গলাশিস বর্ষণ করছেন। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিজ্ঞ/৩৪১/২১

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা হিসাবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি আদর্শ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (প্লে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) প্রভাতী শাখায় আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	সহকারী শিক্ষিকা প্রভাতী শাখা	৪ জন (নারী প্রার্থী)	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ, বি.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বিশেষ যোগ্যতা: সহ-পাঠ্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি:

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্রের কপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
২. জীবন বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করতে হবে।
৩. সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ** তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)
৪. কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের সঙ্গে লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।
৫. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

সাধারণ সম্পাদিকা
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

বিজ্ঞ/৩৪০/২১

16th Death Anniversary

J.M.J

With Loving Memory of our Mommy,

Purbi Agnes Gomes

Date & Place of Birth: 13th April 1944, Mongla, Khulna

Died On : 28th November 2005 in Dhaka And Buried in Satkhira

We remember our Mommy with great respect & pride who had left us fifteen years ago to join the heavenly Fathers kingdom.

Mommy, even now we miss you in our daily lives. Your guidance, support, and love could never be found anywhere today but we believe, your blessing will be with us forever. you were a Mother as well as a good friend to us. You will always be remembered for your good work and honesty in our daily prayers.

Mommy, we always pray to the Almighty God to grant you eternal life in heaven.

You will always be in our mind as a great Mother. We love and admire you Mom.

With Love
All Children's & Grand Children's

বিজ্ঞ/৩৩৬/২১

গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক
সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পার্বণে সবাইকে নিমন্ত্রণ

গোল্লা ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আগামী ৩ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব পালন করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুশ ওএমআই।

সাধু ফ্রান্সি জেভিয়ারের পার্বণে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং পর্বকর্তা হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পর্বের পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ২,০০০/- টাকা। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের আনন্দকে পূর্ণতা দিবে। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার আমাদের সবাইকে তাঁর আশিস দানে ভূষিত করুন।

ধন্যবাদান্তে-
ফাদার স্ট্যানলী কস্তা (পাল-পুরোহিত)
ফাদার তুষার কস্তা (সহকারী পাল-পুরোহিত)
সিস্টারগণ এবং ভক্তজনগণ

-: অনুষ্ঠানসূচী :-

নভেনা খ্রিস্টযাগ : (২৪ নভেম্বর - ২ ডিসেম্বর, সকাল ৬:৩০ মিনিট ও বিকাল ৪টা)

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ৩ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম খ্রিস্টযাগ - সকাল ৬:৩০ মিনিট
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ - সকাল ৯:৩০ মিনিট

বিজ্ঞ/৩৩৫/২০২১

ফ্ল্যাট বুকিং চলছে

আমরা অভিজ্ঞ স্থপতি দ্বারা আধুনিক মানসম্পন্ন ও রুচিশীল ভবন নির্মাণ করে থাকি। নিরিবিলি, মনোরম ও খোলামেলা পরিবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে।

ফ্ল্যাটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩টি বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, ৪টি বাথ-কাম-টয়লেট, ৪টি বারান্দা ও রান্নঘর। লিফট, জেনারেটর ও কার পার্কিং সুবিধা আছে।

ফ্ল্যাটের আয়তন

- মনিপুরীপাড়া: ৭০০ (রেডি ফ্ল্যাট), ১৩৪৩, ১৩৫৮, ১৯৮৮ বর্গফুট
- তেজকুনিপাড়া: ১৩৫৮ বর্গফুট
- রাজাবাজার : ১০১৫ বর্গফুট
- মিরপুর, সেনপাড়া পর্বতা ঃ ১৪৫০ বর্গফুট (রেডি ফ্ল্যাট) ।

SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED
THE DREAM OF LIFE
SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED
62/A, Monipuripara (1st Floor), Tejgaon, Dhaka-1215
Phone :+88-02-9117489, +88-01310095012, +88-01310095018

Find us at sarbuilders2010/ : sarbuildersltd@gmail.com : www.sreejaarbuildersltd.com +88-01310095012, +88-01310095018

বিজ্ঞ/৩৩৮/২০২১

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 43
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪৩
Regd. No. DA-33
❖ 28 November - 4 December, 2021, ১৪ - ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ গোশালা সেট
- ❒ কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি)
- ❒ দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২২ (Bible Diary-2022)

বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org